

# श्रिवित मि क्लग



প্রয়াত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কুমার

শচীন ঘনিষ্ঠ যন্ত্ৰশিল্পী ব্ৰজেন

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 30 Issue ● 31 January, 2022, Monday ● ১৭ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397



বনমালীপুরে মন কি বাত আয়োজনে শামিল হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ৩০ জানুয়ারি রবিবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যতিথিতে সারা দেশের বুথে বুথে কার্যকর্তারা মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনছেন। সরকারিভাবেও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে অনেকবার ত্রিপুরার নাম উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাতে তিনি গর্ববোধ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, আমরা এমন একজন দেশসেবক প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি যিনি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতি সমর্পিত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাকে সর্বসমক্ষে তলে ধরে উৎসাহিত করেন। —রবিবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

তারই নামাঙ্কিত স্মরণস্থলে তাঁর হত্যাকারী কথা ''আপনে-আজ্ঞে'' উল্লেখ

করা হচ্ছে। গান্ধীজী'র হত্যাকারীর কী বক্তব্য বা সাফাই, তা বলা হচ্ছে

কিন্তু তাকে খন্ডন করা হচ্ছে না, নাথুরামকে নিন্দা করা হচ্ছে না, নাথুরামের

বক্তব্য নসাৎ করা হচ্ছে না। এই উদাহরণ তৈরি করেছেন দমকল মন্ত্রী

রামপ্রসাদ পাল। মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই সাংবাদিকদের

মহাত্মা'র সম্মন্ধে ঠেকে-ঠেকে অগোছালো বাক্যে কিছু কথা বলে, নিজে

গেলেন মন্ত্রী, তখন আর বাক্য অগোছালো না। গডসের প্রসঙ্গ এলে

তাকে নিন্দা করেই বক্তব্য থাকবে প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়, প্রতিটি

মানবদরদি অহিংস মানুষের, তবে মন্ত্রীর মুখে তা শোনা যায়নি। মহাত্মা

গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানানোর পর, গান্ধীজীকে খুনের জন্য নাথুরামের সাফাই

নিন্দা না করে উল্লেখ করা কি মন্ত্রীর কোনও বাধ্যবাধকতা, নাকি পুরানো

সঙ্ঘ কর্মী এই মন্ত্রীরও সাফাই, সেই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী'র

ছেলেও তাই চেয়েছিলেন, একজন জেলে

#### 'ভোটে ভয় পাচ্ছে বিজেপি' প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। গান্ধীজী'র মৃত্যুদিনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিজেপি-তিপ্রা মথা দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। রবিবার বিজেপি সাংবাদিক সম্মেলন করে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের



বিরোধিতা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিপ্রা মথা'র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত মাণিক্য তোপ দেগে বিজেপিকে কার্যত পাহাডের বিছটি পাতা লাগিয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন। এডিসির বিরোধী দলনেতা হংস কুমার ত্রিপুরা'র কাছ থেকে গ্রেটার হত্যাকারী নাথুরাম গডসে'কে ফাঁসিতে না ঝুলানোর জন্য অনেকেই মত দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী'র অহিংস নীতি এবং মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার | তিপ্রাল্যান্ড চাইছেন না বলে জন্য তার মতামতকে মাথায় রেখে এই দাবি করা হয়েছিল। গান্ধীজী'র দুই 📗 জানিয়ে দিয়ে প্রদ্যোত মাণিক্য এরপর দুইয়ের পাতায়
 বিলেন,
 এরপর দুইয়ের পাতায়

f @ sister.spices

এবার তেলের দায়িত্বেও

MUSTARD

'গণদৃত' পত্রিকার সম্পাদক সুশীল চৌধুরী রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স এদিন সকাল থেকেই শরীর খারাপ অনুভব করতে থাকেন প্রয়াত শ্রীচৌধুরী। সন্ধ্যার পরে নিজের প্যালেস কম্পাউভস্থিত বাড়ির স্নানঘরে পড়ে যান তিনি। তডিঘডি হলে, ডাক্তাররা 'ব্রট ডেড' বলে ঘোষণা করেন। স্বভাবতই পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে সুশীল চৌধুরীর নিজের কথায় '১৯৬৬ সালে আমি সাংবাদিকতার পেশায় আসি অসম ও ত্রিপুরার রাজনৈতিক নেতা ও পরম হিতৈষী ত্রিপুরার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সালে তিনি চৌধুরীর দৈনিক গণদূত মানুষ মনে রাখবেন, ইচ্ছা করলেও ভুলতে

# থেকেই নাথুরামের কী ব্যাখ্যা ছিল গান্ধীজীকে খুন করা নিয়ে, তা বলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা,৩০ জানুয়ারি ।। কোন ধরনের পরিকাঠামো ছাড়াই ট্রাকিওস্টোমি দ্বারা বিকল্প শ্বাসনালী তৈরি করে মৃতপ্রায় এক শিশুকন্যার প্রাণ বাঁচালেন ধলাই জেলা



হাসপাতালের আটকে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

কংগ্রেস, তৃণমূল না নতুন কোনও

দল? তবে সুদীপবাবুরা আর

বিজেপিতে থাকছেন না, বরং দল

থেকে বেরিয়ে গিয়ে বুঝাতে চান

কত ধানে কত চাল। সেই হিসেব — মূলত এর জন্যই বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। সুদীপবাবুর এই বৈঠকে জেলায় এবং আগরতলার যেভাবে পুরোনা দিনের বিজেপি কর্মীরাও হাজির হয়েছেন, এতে কার্যতই আশঙ্কার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে শাসক শিবিরে। সত্যি অর্থেই বিজেপির কমিটেড ভোট বলে যারা রয়েছেন, তারা মূলত এই পুরোনোদিনের কর্মীরাই, বাদবাকি সব ফ্লোটিং ভোট। এই পুরোনোরাও যদি মুখ ফেরাতে

থাকেন, তৎকালীন বিজেপির

তাণ্ডবে, তাহলে আগামী নির্বাচনেই

দল ধাক্কা খেতে পারে। দলের

একনিষ্ঠ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

#### চলে গেলেন সুশীল, রেখে গেলেন ধারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। হয়েছিল ৮৪ বছর। জানা যায়, জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ময়নাতদন্তের কারণে উনার শবদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার সকালে ময়নাতদক্তের পর, দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। সন্তোষ মোহন দেবের পরাম**র্শে**'। শচীন্দ্র লাল সিংহ'র পরামর্শে ১৯৬৮ সাংবাদিকতাকেই 'স্থায়ী পেশা' हिरित्ररव निरामित्र किरान । त्रुभीन পারবেন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

## শিশুর প্রাণ বাঁচালেন টকিৎসক

হাসপাতালের তিনজন সাহসী চিকিৎসক। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌতম দেবনাথ। কুলাইস্থিত ধলাই জেলা ইতিহাসে প্রথমবারের মত এই রুমপ অস্ত্রোপচারটি করা হয় রবিবার সন্ধ্যারাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কমলপুর মহকুমার সালেমা থানাধীন মহারানি এলাকার ১০ বর্ষীয়া শিশুকন্যা রিজু দেববর্মা রবিবার বিকালে তেঁতুল খেতে গেলে তার গলায় একটি বিঁচি

#### সীন জিবি, সংকটে রোগী আপামর জনসাধারণের শেষ ভরসা জিবিপি হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই কোভিড রোগীদের চিকিৎসা

কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরও

রাজ্যবাসীর ভরসার হাসপাতালে

চিকিৎসা বিভ্রাট চলছেই। রাজ্য

স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের

হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে।

বিষয়টিকে খবর আকারে দেখে

অবশেষে ঘম ভেঙেছে

বিষ্বাবুদের। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন

এই নির্দেশিকাটি দেওয়া হয়নি

কেনং শহরে বা রাজ্যে জলের

কোম্পানিগুলো তো গত বহু বছর

ধরেই ব্যবসা করছে। হঠাৎ করে

এখন মিনারেল ওয়াটার

কোম্পানির মালিকদের জন্য এমন

ভবিষ্যতে পুলিশ এবং আদালতের

কাছে নিজেকে 'ক্লিন' রাখার জন্য ?

খুঁজেছেন। এই বিজেপির জন্মলগ্ন

ঠকছিলেন একেকজন ক্রেতা। একটি নির্দেশিকা কেন স্বাক্ষর

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি স্বাস্থ্য করলেন বিষুবাবু ? আদালতের

দফতরের আধিকারিক এবং দাবডানি থেকে নিজেকে বাঁচাতে?

কোম্পানি বন্ধ করা হয়। এই অভিযোগ, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ কিছুক্ষণের মধ্যে বি পজিটিভ রক্ত উঠে। প্রতিবাদী কলম'এ খুলে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের পর

রোগিণীর এক আত্মীয় রক্তের প্যাকেটে বি পজিটিভ লেখা দেখে কর্তব্যরত নার্সদের জানালে An Initiative by Joyjit Saha

বি পজিটিভ রক্ত চলার পর আচমকা

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

53 Shishu Uddyan Bipani Bitar 9774414298 বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনন

রোগিণীর অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসকদের জিজ্ঞেস করলে ওরা গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনই অভিযোগ করেন রোগিণীর আত্মীয় স্বজনরা। কোন হুঁশ নেই।তার খেসারত দিতে প্রসঙ্গত জিবি হাসপাতাল রাজ্যের

বলেই জানা গেছে। রোগীর নাম দেবকন্যা সিংহ (৬৫)। বাড়ি খোয়াই জাম্বরা এলাকায়। গত ২৮ জানুয়ারি অসুস্থ হলে খোয়াই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খোয়াই হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। চিকিৎসাও চলতে থাকে। বিপত্তি ঘটে আজ সন্ধ্যায়। রোগীর রক্তের গ্রুপ এ

পজিটিভ। অথচ রোগিণীকে দেওয়া

খোয়াই/আগরতলা

**জানুয়ারি।।** রোগীর রক্তের গ্রুপ এ

পজিটিভ। কিন্তু হাসপাতালে সেই

রোগীকে দেওয়া হলো বি পজিটিভ

রক্ত। তারপরই রোগীর জীবন বিশ্বাস-এর স্ত্রী গীতারানি বিশ্বাস সংকট দেখা দেয়।রীতিমতো মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ঘটনা আগরতলা জিবি হাসপাতালে। আজ সন্ধ্যা রাতের এঘটনা নিয়ে সঙ্গত কারণেই রোগীর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত রোগীর অবস্থা সংকটজনক

এই মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেল শচীন কর্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানাবিধ স্মৃতি সহ আরও একটি পরিবারের আত্মিক যোগ। মৃত্যুকালে গীতারানি দেবীর বয়স হয়েছে ৯১ বছর। গত ২৯ তারিখ রাত ১টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনকে • এরপর দুইয়ের পাতায়

## জালনোট-সহ গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩০ জানুয়ারি ।। বেশকিছু জাল টাকা সমেত এক সরকারি কর্মচারীকে আটক করল পুলিশ। রবিবার রাতে এই ঘটনা মেলাঘরে। ধৃতের নাম জয়স্ত দেববর্মা। তার কাছে ৪০ হাজার টাকার জাল নোট পেয়েছে পুলিশ। সবগুলি নোট দুই হাজার টাকার। ধৃত জয়ন্ত পানীয় জল সম্পদ দফতরের কর্মচারী। সোনামুড়ার এসডিপিও বনোজ বিপ্লব দাস জানান, আমাদের কাছে খবর ছিল জাল নোট সোনামুড়া বাজারে ছডিয়ে দেওয়া হবে। এই খবরের ভিত্তিতে ঘটনার তদস্তে নামানো

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে অনেকে শিক্ষক শিক্ষিকা দের দেওয়া হবে। রবিবার শ্রীকৃষ্ণ মিশন টেলিফোন রেকর্ড করে সংশ্লিষ্ট আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।



ডি বিবাবর এহেন মাস্তানি রাজ্যের শিক্ষাঙ্গণকে কলুষিত করেছে। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কল। বিদ্যালয়টির ভেতরে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে

স্কল কর্তপক্ষ এরকম জঘন্য একটি নির্দেশ জারি করেছে। রবিবার দুপুর থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা, ওই বিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডি বি দাসের আদেশ পালন করতে গিয়ে. একেকজন অভিভাবককে টেলিফোন করে 'চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেয়ার হল'।

কার্যালয়ের তর্ফে মিনারেল

ওয়াটার-এর কোম্পানিগুলো বন্ধ

করার একটি উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ম অমান্য করে

কোম্পানিগুলো ব্যবসা চালিয়ে

যাচ্ছিল। ক্ষতিগ্ৰস্ত হচ্ছিলেন

ক্রেতারা। দাম দিয়ে পানীয় জল

কিনেও, প্রতিদিন গ্রাহক হিসেবে

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্যোগে

বেশ কয়েকটি মিনারেল ওয়াটার

বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে কোনও ্রএক সঙ্গে জমা দিয়ে দিতে হবে। উপরের বার্তাটি জানিয়ে দেন। ইংরেজিতে ভুল বানানে ইয়া বড়

#### নোটিশ নেই। লিখিত কোনও প্রমাণ নেই। টেলিফোনে-টেলিফোনে সকল অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে. সোমবার স্কল খোলার প্রথম দিনেই জানয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের স্কুল ফিস

# হয় দুই এসআই ডেভিড ডারলং । যদি কেউ না দিতে পারে, তাহলে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত ক্ষোভ দেখা বড় করে লেখা, 'চৈতন্য' বানানটি। • এরপর দুইয়ের পাতায় <sup>।</sup> সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের দিয়েছে অভিভাবক মহলে। এই

## এরপর দুইয়ের পাতায় জেলার মখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সকল মালিকদের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কথায় থেকে অনুমতি নিতে হবে। বলে, বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলেই পরিচয়! রাজ্যের দৃষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের অবস্তা অনেকটা একইরকম। এই পর্যদের যে নির্দিষ্ট এক-দুটো পত্রিকায় প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাডা আর কোনও কাজ নেই, তা আবারও প্রমাণিত হলো। পর্যদের সদস্য সচিব ড. বিষ্ কর্মকার নিজে স্বাক্ষর করে সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাজ্যের মিনারেল ওয়াটার

অবশেষে ঘুম ভেঙেছে দৃষণ নিয়ন্ত্ৰণ

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একেকটি

পর্যদের। গত কয়েকদিন ধরে

রোদ উঠে যাবে। পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই বঞ্চিত, অবহেলিত এবং বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের মনকস্ট ভাগ করেছেন দিশাহীন এবং অনন্যোপায়, তা আগর তলা, ৩০ জানুয়ারি।। নিয়েই গত দু'দিন ধরে বসেছিলেন আলোচনায়। অন্ধকার কাটিয়ে এদিনকার বৈঠকে স্পষ্টভাবেই যাবতীয় ধোয়াশা কাটিয়ে শীঘ্রই আগরতলায়। রবিবার শেষ হলো আলোর সন্ধান চেয়েছেন তুলে ধরেছেন। উত্তরণের পথ

সবকিছু। মানুষ যে সমস্যায় পরিবর্তনের কান্ডারীদের মন বুঝার মানিক দাস, সুজিত ব্যানার্জি, থেকেই যারা ছিলেন সঙ্গে, নব্য

তা কিভাবে হবে? কত দ্রুত হবে? পুরোনো সঙ্গীদের নিয়েই তাদের অন্যান্যরা। দীর্ঘদিন ধরে যারা এ অপাংক্তেয়। তাই অক্সিজেনের মানুষের মন বুঝতে জেলায় কথোপকথন শুনেছেন, মন রাজ্যে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য আশায়নতুন করে শ্বাস নিতে এরাই জেলায় গিয়েছিলেন। জেলা সফর বুঝেছেন তা নয়। পুরোনো দিনের দিয়েই বিজেপির পদ্মপতাকা তুলে আবার দ্বারস্থ হয়েছেন সুদীপবাবুর। শেষ করে পশ্চিম জেলার সমস্ত বিজেপি নেতা-কর্মীরাও সেই ধরে রেখেছিলেন, তারাও যে এখন শীঘ্রই পথ খুজতে চান তারা।





মেনিউফেকচারিং ইউনিট-এর

#### সোজা সাপ্টা

#### নাইট কারফিউ কেন?

বাজার পুরোদমে খোলা। খোলা রাজ্যের সমস্ত দোকানপাট, শপিং মল। ৫-১০ হাজার মানুষ নিয়ে হচ্ছে রাজনৈতিক দলবদল। আজ থেকে খুলে যাচ্ছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উমাকান্ত মাঠে হাজার হাজার দর্শক নিয়ে হচ্ছে ফুটবল। আমতলিতে এক মন্ত্রীর উদ্যোগে হচ্ছে পদ্ম কাপ ক্রিকেট। চলছে অফলাইন পরীক্ষা। অর্থাৎ সব কিছুই চলছে। কিন্তু সব কিছু যখন চলছে তখন রাত আটটা থেকে নাইট কারফিউ রেখে দেওয়ার কোন যুক্তি কি আদৌ আছে ? বরং রাত আটটার কারফিউ অনেক বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েও বাতিল হয়ে গেছে। জেলা শাসকের সেই বিয়ে বাড়ি তাণ্ডবের ঘটনার পর এই শহরের অনেক অভিভাবকই নাকি তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নন নাইট কারফিউর জন্য। বেশ কিছু হোটেল এবং বিয়ে বাড়ি কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে যে, বাংলা মাঘ মাসে অনেক বিয়ের বুকিং বাতিল হয়েছে। এতে হোটেল এবং বিয়ে বাড়ির প্রচুর আর্থিক ক্ষতি যেমন হয়েছে তেমনি অনেক মেয়ের বিয়ে আপাতত বাতিল করা হয়েছে। কেননা নাইট কারফিউর মধ্যে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়ের বিয়েতে রাজি নন। বিশেষ করে গত বছরের জেলা শাসক কাণ্ডের কথা মনে রেখে। এছাড়া দেখা গেছে, নাইট কারফিউতে শহরে প্রতিদিন বিভিন্ন বাজার এবং এলাকায় দোকানে দোকানে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। আগে সারা রাত মানুষ চলাচল করতো। কিন্তু এখন নাইট কারফিউ থাকায় সাড়ে সাতটায় দোকান বন্ধ এবং মানুষ ঘরে চলে যায়। বলতে দ্বিধা নেই, নাইট কারফিউ চালু হওয়ায় রাতে রাস্তায় পুলিশও দেখা যায় না। হাতে-গোনা কিছু টহল। এর সুযোগে বেড়েছে চুরি। তাই জনগণের দাবি, সব কিছুই যখন ঠিক আছে এবং চলছে তখন নাইট কারফিউর কোন প্রয়োজন কি আদৌ আছে?

#### ১০ দিন ধরে মেয়ের দেহ আগলে মা

 ছয়ের পাতার পর সুত্রে জানা গিয়েছে, মল্লিকপাড়া এলাকায় নিজস্ব বাড়িতে দীপ্তি মল্লিক ও তাঁর মেয়ে শ্যামলী মল্লিক দু'জনেই থাকতেন। মাসদুয়েক ধরে তাঁরা দু'জনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটাচলার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন। কিন্তু, কেউই তাঁদের দেখাশোনা করা দুরস্ত, খোঁজ পর্যন্ত নিতেন না বলে খবর। দীপ্তির ছেলে, বৌমা, নাতিও রয়েছেন। কিন্তু, তাঁরা আলাদা থাকেন। কেবল দীপ্তির নাতি তথা

মাঝে মধ্যে আসতেন। তাঁদের খাবার দিয়ে যেতেন। শেষবার দশদিন আগে এসেছিলেন শুভদীপ। তারপর এদিন সকালে আবার খাবার দিতে এসে তিনিই প্রথম হাড়হিম করা কাণ্ডটি দেখেন। শুভদীপ জানান, বাড়িতে ঢুকতেই দুর্গন্ধ যায় তাঁর নাকে। তারপর ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখেন, শ্যামলীর পচাগলা দেহ পড়ে রয়েছে। আর সেই মৃতদেহের পাশে রয়েছেন দীপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে শুভদীপ বেরিয়ে এসে আশপাশের আত্মীয়-পরিজন এবং

থানাতেও।তারপর শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্যামলী মল্লিকের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদত্তের জন্য পাঠায়। চোখের সামনে মেয়ের মৃত্যু দেখে এবং দেহ ১০ দিন ধরে আগলে বসে রাখার পর কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন দীপ্তি। তিনি জানান, তাঁদের কেউ দেখাশোনা করত না। তাঁর স্বামী একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বছর তিনেক আগে মারা যান তিনি। তারপর থেকে তাঁরা একাই বাড়িতে পড়ে থাকতেন।

## গুপ্ত কাণকাদের খোজে

• **ছয়ের পাতার পর** সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং একটা একটা করে পদ্ধতি বাতিল হচ্ছে, আরও উন্মুক্ত হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার কণা খুঁজে পাওয়ার রাস্তা। সেটা কীভাবে? প্রতিটি পরীক্ষা শুরুর আগে ডার্ক ম্যাটার কণাদের চরিত্র ধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে বিজ্ঞানীরা খোঁজ শুরু করেন। ধরা যাক, একটা পরীক্ষায় ডার্ক ম্যাটার কণাদের ভর ১৩০ জিইভি (গিগা ইলেকট্রাভোল্ট) থেকে ২০০ জিইভির মধ্যে ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হলো। ১৩০-২০০ জিইভি রেঞ্জের মধ্যে থাকা কণাগুলো ডিটেকটরে আঘাত করলে সেখান থেকে কী পাওয়া যাবে, উতন্ন তাপমাত্রা বা বিকিরণ কেমন শক্তির হবে, সেটা বিজ্ঞানীরা আগেই হিসাব করে ফেলতে পারেন। তাই রেঞ্জের ভেতর করা কোনো পরীক্ষায় যখন ফল পাওয়া যাচেছ না, তখন বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারেন এই ডার্ক ম্যাটার কণাদের ভর এই রেঞ্জের বাইরে বা ডার্ক ম্যাটারের চরিত্র ওই ধরনের নয়। এগুলো নিশ্চিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা হয়তো নতুন করে ভাববেন ডার্ক ম্যাটারের ভর আর চরিত্র নিয়ে। এভাবে একের পর নতুন নতুন পদ্ধতিতে ডার্ক ম্যাটারের সন্ধান করবেন। আরও নির্দিষ্ট হবে ডার্ক ম্যাটারের ধর্ম। তারপর একদিন ঠিকই অন্ধকারের রহস্যময়তা ঝেডে ফেলে ডিটেকটবে ধরা দেবে ডার্ক পার্টিকেল।

### জয়ী এগিয়ে চল সংঘ

 সাত্রের পাতার পর সমতায় নিয়ে আসে।প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ সেকে ভের ভুলে এই বাজে গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই এগিয়ে চল সংঘের দাপট ছিল। ১২ মিনিটে অল্প একটু জায়গার মধ্যেও নিজের শরীরকে সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়ে অসাধারণ শট নিয়েছিল অ্যারিস্টাইড। ফরোয়ার্ড গোলকিপার অমিত জমাতিয়া দরস্ত দক্ষতায় তা রুখে দেয়। ২ মিনিট পর ফের সযোগ পায় এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে সনম-র শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। ৭৫ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘ-র হয়ে গোল করে অ্যারিস্টাইড। তার হেড গোলকিপার অমিত জমাতিয়া ঠিকভাবে গ্রিপ করতে পারেনি। ফলে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গোলে চলে যায়। গোলকিপার হিসাবে অমিত

#### সিপিএম'র অভিযোগ

• চারের পাতার পর মিথ্যা মামলা রুজু করেছে। ঘটনার দিন রাতে এই ঘটনার সময় বাজারেই ছিলেন না অসুস্থতা তাজুন মিঞা। তাকে ঘর থেকে তুলে এনেছে পুলিশ। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমগুলী বিজেপি'র হীন আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। তার সাথে বিলোনিয়া থানার অন্যায় এবং দলদাসী ভূমিকারও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সম্পাদকমগুলী দাবি জানাচেছ অবিলম্বে উক্ত ঘটনায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিজেপি দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এলাকায় শান্তি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবি করেছে সিপিএম।দলের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রতিভাবান। এদিন কয়েক ক্লাবও।২৯ মিনিটে ভিদাল এবং গোলটি হজম করতে হয়েছে। অমিত নিশ্চয় ঘটনাটা ভূলে যেতে ইয়ামি-র শট অল্পের জয় বাইরে চাইবে। ভুল সবাই করে। তাই চলে যায়।শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে অমিত-র এই ভুলটাকে বড করে জয় পায় এগিয়ে চল সংঘ। প্রথমার্ধে দেখা উচিত হবে না। এই যদি ফরোয়ার্ড ক্লাব দাপট দেখায় প্রতিভাবান গোলকিপারকে বরং তবে দ্বিতীয়ার্ধে দাপট দেখিয়েছে আরও বিশ্বস্ত করে তোলাই উচিত এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি টিঙ্কু দে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘে এগিয়ে চল সংঘের দেবাশিস রাই, দাপট থাকলেও পাল্টা আক্রমণে আচাইফাং জমাতিয়া এবং জেইলস স্যোগ পেয়েছিল ফরোয়ার্ড রাই-কে হলদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ইয়ামির যুগলবন্দিতে একটি দারুণ সুযোগ পায় ফরোয়ার্ড ক্লাবও।

### আগ্নকাণ্ডে সর্বস্বান্ত

 আটের পাতার পর - আগুনের লেলিহান শিখায় চতুর্দিক একইসাথে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ওই সময় নূরজাহান বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে থাকা ছেলেমেয়েরা চিৎকার শুরু করে। প্রতিবেশীরা সকলে ছুটে আসে। খবর পেয়ে নূরজাহান এসে দেখেন নিজের বসতঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচেছ। এ অবস্থায় তিনি অজ্ঞান হয় পড়ে যান। পরবর্তীতে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বসতঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে অন্যের বাড়ি ঘরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিকল্প করার কিছুই নেই অসহায় নূরজাহান বেগমের। স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন পঞ্চায়েত যাতে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।

## চলে গেলেন সুশীল

 পথম পাতার পর বিভীষিকা-স্মৃতি হয়ে থাকবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে তেমন আর হয়নি। ২০১৩ সালের ১৯ মে বিকেলে দৈনিক গণদূতের তিন কৰ্মী খুন হন অফিসেই। সুশীল চৌধুরীর বাড়িতেই অফিস। তিনি খুনের সময় বাড়িতেই ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হন। ট্রায়াল কোর্টে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, পরে উচ্চ আদালত থেকে খালাস পান। ফলে সেই তিন খুন কে করল, তার জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। দৈনিক গণদৃত পত্রিকায় 'খবর' হিসেবে যার - তার বিরুদ্ধ গালাগাল, কখনও হুমকি খবরের নামে পাকিয়ে তুলছে।

না। যা-তা ছাপানো হতো। সেইসব 'খবর'কে শুধু মিথ্যা বললেই বোঝানো যায় না, কখনও সেগুলি ভারসাম্যহীন প্রলাপও মনে হতে পারে। হাবিজাবি ছাপানোতে প্রয়াতের জুড়ি মেলা ভার। রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। তার মৃত্যুতে অমৃত ভাষণের ধারার অবসান হচ্ছে, বলা যাচেছ না। সেরকম আরও গজিয়ে উঠছে। আনকোরা শিশু সংবাদপত্র, লেজুড় চ্যানেল, কিংবা সংবাদমাধ্যমের সামাজিকমাধ্যমে দলীয় বা অন্য বকলমে প্রোপাগাণ্ডা চ্যানেল সেরকম অসত্য ভাষণে হাত

#### ইঙ্গিত দিলেন সুদীপ

 প্রথম পাতার পর কার্যকর্তারা কমিটির সভায়ও তাদের কোনও তবে জেলা সফর এবং আগরতলায় আলোচনার ঘটনায়। নিশ্চিত রূপে সুদীপবাবুরা কংগ্রেসের দিকেই পা বাড়াচেছন। কিন্তু মানিক দাস, সুজিত ব্যানার্জি, তাপস ভট্টাচার্য, ঋষিকেশ দে'রা কংগ্রেসে যোগ দেবেন কিনা তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে বলেও অনেকের অভিমত। তবে তারাও অনোন্যাপায়। কারণ, তৎকাল বিজেপি কার্যকর্তারা তাদেরকে কোনঠাসা করতে করতে একেবারে খাদের কিনারায় চেপে ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিগতভাবে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হলে বিকল্প কোনও কিছুই না করা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনও উপায় নেই। বিজেপিতে তাদেরকে থাকতে হলে জীবন্মৃত অবস্থাতেই থাকতে হবে। বুথ

#### দুইটি স্পোর্টস

উপ-অধিকর্তা শিমূল দাস-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ। যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলাধুলার সাথে যুক্ত সেই সমস্ত ক্লাব বা সেন্টারকে বাদ দিয়ে টাকার খেলায় নাকি অন্যদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। শিমূল দাস-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনছে অনেক রাজ্য ক্রীডা সংস্থা। তবে এক হকি-র জন্য যখন দুইদিন নির্বাচন হচ্ছে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনে তখন তো শিমূল দাস-র কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এখন ক্রীড়া পর্ষদ ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব তদন্ত করা যে, কেন এক ইভেন্টে (হকি) দুইদিন জেলা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে?

হচ্ছে এবং এখানকার বাসিন্দারা অন্যত্র সসন্মানে নিজেদের জীবিকা অন করছেন।' ''আজ এখানে, স্বর্ণ গ্রামে, আমাদের এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত, কারণ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক কল্যাণে আমাদের এই প্রচেষ্টা দেখে আমার স্বৰ্গীয় পিতা অত্যন্ত সম্ভষ্ট হতেন"-বললেন গৌর চন্দ্র সাহার কন্যা ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর শ্রীমতি অর্পিতা সাহা। তিনি আরও বলেন ''আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে এখানকার পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি বলে। এইভাবে যাতে মানুষের সেবায় ভবিষ্যতেও নিয়োজিত হতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই।" শান্তি, উন্নতি ও নির্ভীক জীবন কাটানোর প্রার্থনা করে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

 আটের পাতার পর - দিয়েছেন খোকনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এই খোকনকেই গত বছরের ১২ জুলাই আমতলি থানা গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে শচীন্দ্রলাল বাজারে এক যুবককে আটক করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। ওই যুবকের তথ্য অনুযায়ী খোকনকে চেরাই কাঠের মেশিন-সহ আটক করেছিল পলিশ। পুলিশের গোয়েন্দাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল এই যুবক। শেষ পর্যন্ত জামিনে ছাড়া পেয়ে দখল নিলো বিধবা মহিলার জমিতে। এখন স্থানীয়রা চাইছেন পুলিশ যেন এই ঘটনার সুষ্ঠ বিচার করে। খোকন বারবারই ছাড়া পেয়ে যায়। যে কারণে তার গুন্ডামী দিনদিন বাড়ছে বলে অভিযোগ।

 ছয়ের পাতার পর
 ফরচুনার গাড়ি আছে। নিজের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা ও স্ত্রীর কাছে ৭০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না আছে। সিধুর ঘড়ির দাম ৪৪ লক্ষ টাকা। পাতিয়ালাতে তাঁর ৬ টি শোরুম আছে, কিন্তু তাঁর কোনও কৃষি জমি নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বসতবাড়ি পেয়েছেন। বাড়ির মূল্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। তাঁর অমৃসরের সম্পত্তির মূল্য ৩৪ কোটি টাকা। তাঁর আয়ের উৎস বিধায়ক হিসেবে পাওয়া বেতন, ভাড়া এবং বিসিসিআই থেকে প্রাপ্ত পেনশন। সিধু যেমন প্রাক্তন ক্রিকেটার পাশাপাশি কমিক শো-এর বিচারকের দায়িত্বও সামলেছেন। এখন পাকা রাজনীতিক এবং পাঞ্জাব কংগ্রেসের চর্চিত নাম

# মূল্য দেওয়া হয় না। এই

পরিস্থিতিতে তাদেরকেও বিকল্প ভাবতে হবে নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে। যতদূর জানা গেছে, তৎকাল বিজেপিকে শিক্ষা দিতে শুধুই মানিক দাসেরাই নন, জেলা জেলায় এরকম আরও বহু পুরোনো বিজেপি কার্যকর্তারা ওৎপেতে বসে আছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সহ তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার দায়িত্ব মানিকবাবুরা কাঁধে নিয়েছেন বলে খবর। তাদের লক্ষ ফ্লোটিং নয়, এবারের বিজেপির কমিটেড ভোটেই আঘাত হানা। তবে কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা কাটিয়ে কত তাড়াতাড়ি নয়া সূর্যোদয় হয় সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন সংস্কারপন্থীরা।

#### নিহত ৫ জঞ্চি

• তিনের পাতার পর জাহিদ ওয়ানি রয়েছে। এটা আমাদের কাছে বড় সাফল্য।' প্রসঙ্গত জাহিদ ওয়ানি লেতপুরা বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত। ওই বিস্ফোরণে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান মারা যান। ঘটনার পর থেকে তাঁকে খুঁজ ছিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। বাদগাম জেলায় সংঘর্ষে যে জঙ্গি মারা গিয়েছে তার কাছ থেকে একটি একে রাইফেল উদ্ধার হয়েছে।

# মন্ত্রীর মুখে নাথুরামের কথা!

সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেটা মানেননি, পরামর্শ দিয়েছিলেন, দেখা না করতে। সর্দার প্যাটেল তখন উপপ্রধানমন্ত্রী। গান্ধীজীকে যেদিন খুন করা হয়, সেদিন সকালেই তার সাথে দেখা করেছিলেন সর্দার প্যাটেল। মহাত্মা'র ছেলেকে গডসের সাথে জেলে দেখা করতে না করেছিলেন, তার অন্যতম কারণ হচেছ, গডসেকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা হবে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আরএসএস'র তখনকার প্রধান এম এস গোলওয়ালকার'র চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, গান্ধীজীকে হত্যার পর আরএসএস'র লোকেরা উল্লাস করেছে, এবং মিস্টি বিলিয়েছে। সর্দার আরও লিখেছিলেন, আরএসএস'র ছড়ানো বিষের চূড়ান্ত ফল হল, গান্ধী - হত্যা। গড সেকে মহিমান্বিত করা চেস্টা আগেও ছিল, তবে বছর কয়েক ধরে তা খোলাখুলিভাবে হচ্ছে। গডসের মূর্তি বসানোর কথা শোনা যায়। গডসেকে দেশপ্রেমিক বলেন সন্ত্রাসে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

অভিনীত হয়।

জাতীর জনক'র মৃত্যুদিনে শহীদ দিবস পালন করা হয়। শিক্ষা দফতর শহীদ দিবস পালন করার নোটিশে কী করতে হবে, কী বিষয়ে বজুতা দিতে হবে, সেসবও উল্লেখ করেছে, অথচ কোথাও মহাত্মা গান্ধী'র নাম

গুলি করে গডসের খুনের দৃশ্য 🗡 জেখে নেই, তার মৃত্যুদিনে আলাদা করে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর কথা নেই, তার অহিংস নীতি নিয়ে বলার কথা নেই। এমন যেমন দৃষ্টান্ত শিক্ষা দফতর থেকেই তৈরি হচ্ছে, যাদের হাতে দেশের ভবিষ্যত গড়ার দায়িত্ব, তারাই যেন নীরবে গান্ধীজী'র নাম উল্লেখ করছে না।

## দায়িত্ব খালাস দূষণ পর্যদের

শাসকদলের এক-দু'জন মন্ত্রীর নাম বিষুবাবুর মুখে লেগে থাকে এখন। তিনি আরএসএস'র ঘনিষ্ঠ কর্মী বলে অফিস চত্বরে বলে বেড়ান। আর এতে স্বভাবতই ভয়ে উনাকে কেউ কিছু বলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে নিজের মত করে দফতরে আধিপত্য গড়ে তুলেছেন ড. বিষু। তিনি বিজ্ঞাপনটি স্বাক্ষর করে বলেছেন, ওয়াটার (প্রিভেনশন এভ কন্টোল অফ পলিউশন) অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ২৫ এবং ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এবং ১৯৮১ সালের বায়ু দূষণজনিত আইনের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনও মিনারেল ওয়াটার ইউনিট গড়ার জন্য 'কনসেন্ট টু

এস্টাবলিস অ্যান্ড কনসেন্ট টু অপারেট' সার্টিফিকেট আবশ্যক। নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে বিষুবাবু মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির মালিকদের বলেছেন, উনারা যাতে অতিসত্বর একটি নির্দিষ্ট পোর্টেলের মাধ্যমে সিটিই এবং সিটিও সার্টিফিকেট জোগাড় करत्रन। এই निर्मिनिकां है বিজ্ঞাপন আকারে পত্রিকায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, এতদিন কি মহৎ কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিষুবাবুরা যে এই কাজগুলো দেখার সুযোগ পাননি ? ইতিমধ্যেই বিষুবাবুদের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা অভিযোগ উঠে এসেছে। এই পত্রিকার হাতেও নানাবিধ প্রমাণ এসেছে। তবে যেভাবে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য এখন কোনক্রমে রাজ্যের মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির মালিকদের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে বিষুবাবুর পর্ষদ, তা অত্যন্ত হাস্যকর।

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি রেখে তাতে

২৭ এ পৌঁছে গেছে।ভাগ্যিস তখন

 প্রথম পাতার পর যায়। প্রথমে বাড়ির লোকজন সেই বিচি বের করতে গিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে ফেলে। বিচিটি আরো নীচের দিকে চলে যায়। ফলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আরো একপ্রস্থ চেষ্টা করে পরিস্থিতি বিপজ্জনক করে তুল।ে তেঁতুল বিচিটি শ্বাসনালী পেরিয়ে একেবারে বাম ফুসফুসের মুখে পৌঁছে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে তৎক্ষণাৎ রেফার করা হয় ধলাই অ্যাম্বুলেন্সযোগে তাকে যখন কুলাই

নীলাভ। অক্সিজেন লেভেল নেমে

হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখন সে প্রায় মৃত। শরীর প্রায়

হাসপাতালেই কর্তব্যরত ছিল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌতম দেবনাথ। তিনি দেখলেন বিচি বের করার চেষ্টায় গেলে মৃত্যু নির্ঘাত। তাই তিনি আগে মেয়েটির শ্বাসক্রিয়া কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় সেই চেষ্টা শুরু করলেন। জরুর তলবে ডেকে আনলেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডঃ মনোজ দেববর্মা এবং এনেস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ ডঃ ইন্দ্রজিৎ দাসকে। এরপর তিন ডাক্তারবাবু মিলে মৃতপ্রায় শিশুটরি গলায় অস্ত্রোপচার করেন এবং ট্রাকিওস্টোম করে বিকল্প শ্বাস পথ তৈরি করে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত করেন। তবে

তেঁতুল বিচিটির সন্ধান পাননি। উনাদের ধারণা বিচিটি বাম ফুসফুসের প্রবেশ নালীতে গিয়ে সেই নালীপথ বন্ধ করে দিয়েছে। সেখান থেকে বিচিটি বের করার জন্য এড্রিওস্কোপি প্রয়োজন যা ধলাই জেলায় নেই। তাই মেয়েটির শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক করার পর কিছুটা সুস্থ হলে তাকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডঃ গৌতম দেবনাথ জানান মেয়েটি এখন বিপন্মক্ত। তবে ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌঁছাতে যদি আর ৫-৭ মিনিট দেরি হতো। তবে আর কিছুই করার থাকত না। মূলতঃ ডঃ গৌতম দেবনাথের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এবং ডঃ মনোজ দেববর্মার প্রচেষ্টাতেই রক্ষা

# দীনবন্ধু'র দিনে-ডাকাতি

• প্রথম পাতার পর বিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডি বি দাসকে যারা চেনেন, তারা অনেকেই মজা করে বলেন, তিনি ইচ্ছা করেই বানানটি ভুল রেখেছেন। কারণ, ভুল বানানের চৈতন্য'র নাম নিয়ে দিনরাত অর্থ লুটে যাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রবিবার দুপুর থেকে বিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডি বি দাসের নির্দেশে বিভিন্ন শ্রেণির 'ক্লাস টিচার'রা অভিভাবকরদের টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন করে স্পষ্টভাবে অভিভাবকদের বলা হয়েছে. সোমবার থেকে স্কুল শুরু হবে এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে হবে। কিন্তু শর্ত আছে। একেকজন ক্লাস টিচার থেকে শর্তের কথাটি শুনে স্বভাবতই অবাক হয়ে যান অভিভাবক কুল। রবিবার ফোন করে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের বলা হয়, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের টিউশন ফি অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে। শুধু দিয়ে দেয়া নয়, স্কুল খোলার প্রথম দিনেই তিন মাসের অগ্রিম টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। ভয়াবহ শুনতে লাগলেও এটাই ডি বি রাজত্ব। বিদ্যালয়ে যখন তখন ডি বিবাবুর একটাই কথা চলে এখন— রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উনার ভালো সম্পর্ক! আর একথা তিনি বিদ্যালয় চত্বরে এতবার বলেছেন যে, চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক থেকে শুরু করে অশিক্ষক কর্মচারীরা কেউই উনার বিরুদ্ধে একটি অক্ষর বলারও সাহস পান না। প্রতিবাদী কলম পত্রিকা ডি বি দাসকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তিনি প্রকাশ্যে এসে বলুক যে, রবিবার উনার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেউই এরকম কোনও টেলিফোন করেননি বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা'কে। বাকিটা তখন প্রমাণ করা যাবে। কথা হচ্ছে, কোনু সাহস এবং শক্তিবলে শহরের মহাকরণ থেকে কয়েক মিটার দূরে। অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের অধিকর্তা এভাবে আগাম তিন মাসের বেতন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল। গত শুক্রবার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় বিদ্যালয়মুখী হতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবাকে আগাম তিন মাসের বেতন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশে যথারীতি ক্ষোভ অভিভাবক মহলে। এই প্রথমবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন করল, তাও নয়। ডি বি দাস ১৯৯১ সাল থেকেই বিদ্যালয়টি নিয়ে এমন কাণ্ডকারখানা করে আসছেন বলে অভিযোগ। উনার একনায়কতন্ত্রে এই বিদ্যালয় চলে। নিন্দুকেরা বলেন, উনার নির্দেশ ছাডা বিদ্যালয়ের গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়তে পারে না। বিজ্ঞানী বি এস দামোদরা স্বামীকে দিয়ে ১৯৯১ সালে এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অধীনে ৯ বছর থাকার পর বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে সিবিএসইতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিভাবে ডি বি দাস বেতন বৈষম্যে ভরিয়ে রেখেছেন তা বিদ্যালয় চত্বরে কান পাতলেই শোনা যায়। বিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই তিন মাসের টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের বা অভিভাবকদের জমা করতে হবে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে, তা মেনে নেওয়া কষ্টকর। রবিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা টেলিফোন করে অভিভাবকদের বলেছেন, যদি কেউ না দিতে পারে তাহলে বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট ক্লাসের হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ থেকে সেসব ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

#### জালনোট-সহ

 প্রথম পাতার পর পার্থ দেবকে তারা তদস্তে নেমে মেলাঘরের বাসিন্দা জয়ন্ত দেববর্মাকে জাল নোট সমেত আটক করে। ধৃত দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অভিযোগ, রাজ্যে ছেয়ে যাচ্ছে জালনোট। এই টাকাগুলি বাংলাদেশ হয়ে রাজ্য প্রবেশ করছে। সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে হুন্ডি এবং বড় পূঁজি ব্যবসায়ীরা জাল নোট কারবারিদের রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। তারা রাজ্যে এসে জাল নোট ছড়িয়ে দিচ্ছে। এতটাই দক্ষ তারা যে, জাল এবং আসল নোট পার্থক্য করতে গিয়ে সাধারণ নাগরকরা সমস্যায় পড়ছেন। পুলিশ থানায় নিয়ে ধৃত জয়ন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তার কাছে থেকে জাল নোট চক্রের তালিকা দ্রুত বের করতে পারবে

#### গীতারানি

 প্রথম পাতার পর আলবিদা জানান ব্রজেনবাবুর স্ত্রী। দীর্ঘদিন শচীন কর্তার সঙ্গে বহু মঞ্চে যন্ত্রশিল্পে অংশ নিয়েছেন ব্ৰজেনবাব। ব্রজেনবাবু সঙ্গীত শিল্পী রাহুল দেববর্মণেরও ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই পরিবারটির সঙ্গে ব্রজেন ও গীতারানি দেবীর সুসম্পর্ক সর্বজন বিধিত। কলকাতায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে, পরিবারের সদস্য এবং গুণমুগ্ধদের শোকে ভাসিয়ে গত শনিবার রাতে প্রয়াত হন গীতারানি দেবী। মৃত্যুকালে উনি দুই পুত্রসন্তান ঈ্যাণ ও জয়দেব বিশ্বাস এবং চার কন্যা পূর্ণা দে, ঝর্ণা মাইতি, বর্ণা দে, অপর্ণা কর্মকার সহ গুনুমুগ্ধদের রেখে গেছেন। রবিবার দুপুরে কলকাতার সিরিটি শ্মশানে পঞ্জততে বিলিন হন সঙ্গীতপ্রিয় গীতারানি দেবী।

# 'ভোটে ভয় পাচ্ছে বিজেপি

করছেন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই করছেন। এখানে হংস কুমার ত্রিপুরার কাছ থেকে তিনি কিছু চাননি। আর ভিলেজ কমিটির ভোট নিয়ে বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেও এদিন তিনি অভিযোগ করেন। করোনা পরিস্থিতিতেও এ রাজ্যে পুরসভা, নগর পঞ্চায়েতের ভোট হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ভোট হচ্ছে, মণিপুরে ভোট হচ্ছে, কোথাও কোনও অসুবিধা না থাকলেও শুধু এডিসির ভিলেজ কমিটির ভোট হতেই অসুবিধা ? তিপ্ৰা মথা এদিনই ঠিক করেছে ভিলেজ কমিটির ভোট চেয়ে তারা রাজ্যপালের দারস্থ হবেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যাবেন, প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাবেন। উল্লেখ্য, এদিনই রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় জানিয়েছিলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে ভিলেজ

তারা। এর কিছুক্ষণ পরই ভিলেজ ভোট নিয়ে বিজেপিকে কার্যত এক হাত নিয়েছেন প্রদ্যোত মাণিক্য। ঘনিষ্ঠতার বদলে দুই দলের মধ্যে মত পার্থক্য যে আরও তীব্রতর হচ্ছে এবং তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ যে ঝাঁঝালো ভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করছেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের শুধুমাত্র ২০টি আসনই নয়, তিপ্রা মথা আরও বেশি আসনে প্রার্থী দেবে বলেও এদিন জানিয়ে দিয়ে বিজেপির রক্তচাপ কার্যত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিজেপির জোট সঙ্গী আইপিএফটির রাজনৈতিক অবস্থা পাহাড়ে যে প্রায় ভঙ্গুরের পর্যায়ে এসে পড়েছে এবং দলের বেশিরভাগ কর্মীরাই যে তিপ্রা মথায় মিশে গিয়েছেন, তা আইপিএফটি শুধু নয়, বিজেপির কাছেও সুস্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে

নির্বাচনের দিকে যেতে পারছেন না তিপ্রা মথা কারো সঙ্গে জোট না এগিয়ে আসার জন্যও তিনি করে আলাদাভাবে নিজস্ব ঢংঙে পাহাড়ের ২০টি আসনে লড়াই করা এবং উপজাতি ভোটকেন্দ্রিক সমতলের বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা এদিন ঘোষণা করেছেন। এর ফলে নিশ্চিতভাবেই শাসক বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে টান পড়তে পারে এবং নিশ্চিত ক্ষমতা দখলের পথে জোর বাঁধা আসতে পারে।। তবে এখন পর্যন্ত তিপ্রা মথা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট না করলেও আগামীতে সেই দরজাও খোলা রেখেছেন তিনি। প্রদ্যোত মাণিক্য এদিন বলেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা হয়নি। তবে কোনও রাজনৈতিক দল আলোচনা করতে চাইলে পেছনের দরজা দিয়ে নয়, একেবারে সামনের দরজা দিয়ে বিজেপির সঙ্গে জোট হচ্ছে না।

আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রদ্যেত মাণিক্য মুখে প্রকাশ না করলেও জোটের পথে তিনি যে কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকে রয়েছেন, এটা সুস্পষ্ট। কারণ, নয়াদিল্লিতে তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে তাদের ধর্না মঞ্চে এসে তিপ্রা মথার আন্দোলনের প্রতি কার্যত সংহতি জানিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা দীপেন্দর সিং হোডা। সেদিক থেকে আগামীর জোট আলোচনায় কংগ্রেসই যে তাদের বন্ধু হতে পারে কিংবা কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবেই আগামীদিনের দিকে তাকিয়ে প্রদ্যোত কিশোরের মঞ্চে দীপেন্দর হোডাকে পাঠিয়েছিলো — জোট আলোচনা সেই জল্পনাও বাড়ছে। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু ঠিক এবং যা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে, এতে বলা যায়, অন্য যেকোনও দলের সঙ্গে তাদের জোট হলেও

#### নিহত ৫ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩০ জানয়ারি।। জম্ম-কাশ্মীরে পুলিশের সঙ্গে দুটি পৃথক সংঘর্ষে জইশ-ই-মহম্মদের কমান্ডার-সহ পাঁচ জঙ্গি নিহত হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গি-বিরোধী অভিযান চালানোর সময় পলওয়ামা এবং বদগামে সংঘর্ষ দ'টি হয়। এই অভিযানকে 'বড় সাফল্য' ঘোষণা টুইটও করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। টুইট বার্তায় কাশ্মীর পুলিশ লিখেছে, 'গত ১২ ঘণ্টায় জোড়া সংঘর্ষে পাক মদতপুষ্ট পাঁচ জঙ্গি মারা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে জইশ-ই-মহম্মদের



জনতার কলম'র ৩-এ পা। দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখছেন তথ্য কমান্ডার 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় 📗 সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এই সংবাদমাধ্যমের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

# রকে প্রাণনাশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হুমকি দেয় তারা। দরপত্র প্রত্যাহার তেলিয়ামুড়া, ৩০ জানুয়ারি।। না করা হলে মেরে ফেলারও হুমকি নিগোসিয়েশন বন্ধে নির্বাচনের আগেও প্রতিশ্রুতি ছিলো আগেও মাফিয়াদের বিরুদ্ধে থানায় বিজেপির। সরকার গঠনের পরেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন উদ্যোগী ছিলো সরকার। কিন্তু নিগোসিয়েশন মাফিয়া নিঃশ্বেষ অভিযোগ জানালেন। কিন্তু হওয়ার বদলে রক্তবীজের বংশধরের মতোই এই আমলে বেড়ে গিয়েছে আরও কয়েকগুণ। তিনি বুঝাতে পেরেছেন। রবিবার দুপুরে তেলিয়ামুড়ার রাজনগরে নিগোসিয়েশন মাফিয়াদের দ্বারা হুমকির শিকার হয়েছেন ঠিকেদার সিতু রায়। জানা গেছে, এদিনই তার অন্য আরেকটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে মাফিয়ারা। একটি কাজের টেন্ডার জমা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের নোনাছড়া দিয়েছিলেন সিতু রায়। কিন্তু এই না করে একেবারে চুপ ছিলো। যে এডিসি ভিলেজের নবজয় পাড়ার একটি কাজের দরপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এদিন তাকে

ছত্তিশগড়ে তৈরি

হবে 'অমর

জওয়ান জ্যোতি

দিয়েছে বলে অভিযোগ। এর সিতুবাবু। কিন্তু কাজ হয়নি এদিনও নিগোসিয়েশন মাফিয়ারা যে পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে, এটাও এরকমভাবে বহু কাজ মাঝ পথেই থমকে রয়েছে বলেও সিতুবাবু জানিয়েছেন। জানা গেছে, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের নোনাছড়ায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের টেভার প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নিগোসিয়েশন মাফিয়ারা এদিন

১০৩২৩'র এক শিক্ষক।

শহরতলিতে প্রকাশ্যে রাস্তায় হত্যার

চেস্টা করা হয়েছে চাকরিচ্যুত

শিক্ষক সিদ্ধার্থ দাসকে। স্কুটি থেকে

নামিয়ে তাকে বেধড়ক পেটানো

হয়েছে।ইট দিয়ে তার মাথায় থাকা

হেলমেটের উপরই আঘাত করা

হয়। ইটের আঘাতে হেলমেট

ফেটে রক্তাক্ত হন এই চাকরিচ্যুত

শিক্ষক। বাড়ি থেকে স্কুটি নিয়ে

বের হওয়ার পরই তার উপর এই

প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়েছে।

গুরুতর জখম অবস্থায় জিবিপি

হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে

এই চাকরিচ্যুত শিক্ষককে। এই

ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

খবর পেয়ে ছুটে গেছেন

চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। কয়েক মাস

আগেই সিমনায় চাকরিচ্যুত

অস্নাতক শিক্ষক অনুপ ওরাংকে

খুন করে চা বাগানের এক কুয়োতে

ফেলে রাখা হয়। এর আগে সদর

তেলিয়ামুড়ায় সিতু রায়ের বাড়িতে এসে ঢুকে যায়।এমনকী এই টেন্ডার তুলে না নিলে বাড়ির ভেতরেই সিতু রায়কে একবার দেখে নিতে চান তারা। সিতু রায় এদিন ন্তুনামে আগেও তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা করেছিলেন তিনি। দিয়েছিলেন, আতঙ্কিত সিতু রায় থানায় মামলাও করেছেন। কিন্তু পুলিশ কোনওরকম তদন্ত তালাশ কারণে পুলিশে মাফিয়ারা এখন আর কোনও রকম পাত্তা দিতে চায় না। কারণ, পুলিশ তাদের কিছু

করবে না, এমন বিশ্বাস তারা আগেই নিয়ে রেখেছে। অভিযোগ, সিতুবাবু মেথারাই বাড়ির উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ করছিলেন। রবিবার জানিয়েছেন, মাফিয়াদের মধ্যে মাফিয়ারা সেই কাজটির নির্মাণও থেকে সমীর সরকার, বিষ্ণু দাস এবং বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে মাফিয়া সুখেন দেবনাথকে চিনতে তাণ্ডবে অতিষ্ট অন্যান্য ঠিকেদাররা পেরেছেন তিনি। এই তিন ব্যক্তির কেউই কোনও কাজ করতে পারছে না। অভিযোগ জানালে পুলিশও ব্যবস্থা নেয় না। রাজ্য আগেও তারা অন্যান্য কাজের সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে ক্ষেত্রে সিত্বাবুকে হুমকি চাইলে শুধুমাত্র মাফিয়াদের কারমে সমস্ত কাজ মাঝপথেই থমকে রয়েছেন বলে সিতৃবাবু জানিয়েছেন। তার আশঙ্কা, যে কোনও সময় তিনি মাফিয়াদের তরফেআক্রান্তহতে পারেন।পুলিশের কাছে বিস্তারিত জানালেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা।

# প্রকাশ্যে রাস্তায় আক্রান্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষক, চাঞ্চল্য

রায়গড়, ৩০ জানুয়ারি।। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগডে 'অমর জওয়ান জ্যোতি'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন রাহুল গান্ধী। শনিবার এমনই ঘোষণা করলেন ছতাশিগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। গত ২১ জানুয়ারি ইন্ডিয়া গেটের অমর জওয়ান জ্যোতির অগ্নিশিখা সরিয়ে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে সরিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রের তর্ফে। ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভে ৫০ বছর ধরে যে অগ্নিশিখা জ্বলছিল তা নরেন্দ্র মোদি সরকার অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ায় সরব হয়েছিল কংগ্রেস ও বিরোধীরা। দুঃখ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানিয়ে রাহুল গান্ধী জানিয়েছিলেন, আবার জ্বলবে অমর জওয়ান জ্যোতির শিখা। আবার তৈরি হবে অমর জওয়ান জ্যোতি। এরপরই এদিন ছক্তিশগড়ে শহিদদের সেই স্মৃতিসৌধ পুনরায় গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করলেন বাঘেল। বিজেপি-আরএসএসকে কটাক্ষ করে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "শহিদদের ঐতিহাসিক গল্প প্রতিটি প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এসডিপিও অফিসের কাছে এক তাকে উদ্ধার করে জিবিপি আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত শিক্ষককে তার টং হাসপাতালের টুমা সেন্টারে নিয়ে আবারও আক্রান্ত চাকরিচ্যুত দোকানে বেধড়ক পেটানো হয়। যায়। মাথায় চারটি সেলাই এই ঘটনার পর শহরতলির লেগেছে সিদ্ধার্থের। এই খবর কুমারীটিলা এলাকায় রবিবার



বিকাল তিনটা নাগাদ প্রকাশ্যেই বেধড়ক পেটানো হয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষক সিদ্ধার্থকে। তিনি স্কুটি নিয়ে বের হয়েছিলেন। এমন সময় ৮ থেকে ১০জন দৃষ্কৃতি মিলে তাকে প্রকাশ্য রাস্তায় স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।

পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান জয়েন্ট মুভমেন্ট ১০৩২৩'র নেতারা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা, তপন দেব সরকার এবং অরবিন্দ বর্ধন। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, সম্প্রতি আমরা দেখছি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের উপর দৃষ্কতিদের আক্রমণ বেড়েছে। তাদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হচ্ছে। আমরা দাবি করছি সিদ্ধার্থের উপর আক্রমণকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক। এভাবে আক্রমণ চললে আমরা বড়সড় আন্দোলনে নামবো। আমরা রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ঘটনায় জিবি ফাঁড়ির পুলিশ কাউকেই থেফতার করতে পারেনি। এমনকী পুলিশের ভূমিকা আটকে ব্যাপকভাবে মারধর করে। নিয়েও প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখিয়েছেন

# পিন্টুর চালাকিতে আটকে আছে আসামিদের ছুটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঘোটালা বেরিয়ে আসতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী বন্দিরা বছরে এক আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কারা দফতরের এখনো চলছে পিন্টুর রাজত্ব। পিন্টুর বসানো নোডাল অফিসারের চালাকির ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরও জেল থেকে মুক্তি পাচেছন না সাজাপ্রাপ্রা। প্যারোলে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না আসামিরা। অভিযোগ উঠেছে, ছয়-সাত মাস ধরে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আটকে রাখা হচ্ছে। সমস্ত ফাইল আটকে রেখেছেন নোডাল অফিসার মিলন দত্ত। সাজাপ্রাপ্তদের ফাইল আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এই মিলন দত্তকে নোডাল অফিসার হিসাবে বসিয়ে গেছেন তৎকালীন ওএসডি পিন্টু দাস। এখন তিনি অন্য জেলায় বদলি হয়েছেন। কারা দফতরের ওএসডি থাকার সময় এ কাজটি করেছিলেন পিন্টু। এখনো তার হয়েই দাবার গুটির চাল দিচ্ছেন কয়েকজন কারাকর্মী। এমনকী দফতরের নতুন মন্ত্রীকে এ বিষয়ে কোন কিছু বুঝতে দিচ্ছেন না। কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা মন্ত্রীকেই এজন্য দোষ দিচ্ছেন। নতুন মন্ত্ৰী এ বিষয়ে তদন্তে মনোনিবেশ করলে বিরাট

বড বড কয়েকটি নামও চলে আসতে পারে। নির্দিষ্ট সময় জেল খেটেও সাজা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না অনেক অভিযুক্ত। এ নিয়ে বড় কেলেঙ্কারি তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলেও অভিযোগ উঠছে। জানা গেছে, কারামন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দফতরের আভ্যন্তরীণ



দরবস্থা ঠিক করার উদ্যোগ নেন। প্রথমে তিনি বদলি করানোর ব্যবস্থা করেন ওএসডি পিন্টু দাসকে। কিন্তু দীর্ঘদিন কারা দফতরে থাকার ফলে পিন্টুর ভিত শক্ত হয়ে গেছে। যে কারণে তার নিযুক্ত অফিসার এবং কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দেখভাল করছেন। বেআইনিভাবে মিলন দত্ত নিজের আলমারিতে আটকে রেখে দুর্বল করে দিয়েছেন দফতরকে। মাসের প্যারোল ছুটি পেয়ে থাকেন। করোনা অতিমারিতে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্যারোলে ছুটি সুযোগ। যোগ্য কয়েদিদের নামের তালিকা রাজ্যের সমস্ত জেল থেকে পাঠানো হয় প্রিজন অধিকরণে। এই ফাইলগুলি নোডাল অফিসার মিলন দত্ত বিভিন্ন



বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে নেন। ফাইলগুলি আটকে রাখছেন নিজের আলমারিতে। যে কারণে ছয়/সাত মাসের মধ্যে প্যারোলে ছুটি নিতে পারছেন না আসামিরা। যে কারণে জেলের মধ্যে কয়েদিদের হতাশা বাড়ছে। এ হতাশা যেকোনো ধরনের দুষ্কর্মের সৃষ্টি করতে পারে। কারাবন্দিরা অসহযোগিতা ও করতে পারে।

পিন্ট বোঝাতে চাইছেন তাকে ছাডা কারা দফতর চলে না। অর্থাৎ তাকে ফের কারা দফতরের ফিরিয়ে আনতে হবে। জানা গেছে, জেলার নিয়ম অনুযায়ী যেসব কয়েদি ভালো কাজকর্ম করেন তাদের ১৪ বছর সাজা পূর্ণ হলে ছেড়ে দেওয়া যায়। এরা সবাই যাবজ্জীবনের আসামি থাকেন। কিন্তু গত ৬/৭ মাসে বিভিন্ন জেলা থেকে ১২ জনের নাম পাঠানো হলেও প্রিজন অধিকরণ-এ ফাইলগুলি বিভিন্ন অজুহাতে আটকে রেখে দিয়েছে। কাউকে সাজা শেষ হওয়ার আগে ছুটির সুবিধা দেওয়া হয়নি। শুধু তাই না আসামিদের বাড়ির লোকজন দেখা করতে এলে নোডাল অফিসার মন্ত্রীর নাম ভাঁড়িয়ে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। সবটাই পিন্টুর চালাকি বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে কারা দপ্তর সূত্রে খবর পাওয়া গেছে মন্ত্রী নিজেই বন্দিদের ছুটি আগাম ছেড়ে দেওয়া সহ অন্যান্য বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। দুর্নীতির প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন বলে জানা গেছে।

#### স্টেট মিউজিয়ামে কিউরেটর তাগুব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ৩০ জানুয়ারি।। কিউরেটর তাণ্ডবে এবার ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম দর্শকশূন্য হওয়ার আশক্ষায় ভুগছে। উজ্ঞয়ত প্যালেসে ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম এখন উচ্চ শিক্ষা দফতরের হাত থেকে পর্যটন দফতরের হাতে গিয়েছে। রাজ্যের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান হিসেবে উজ্জ্বয়স্ত প্যালেস এমনিতেই প্রসিদ্ধ। তার পর মিউজিয়ামের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। বাম আমলেই বহির্রাজ্য থেকে চুক্তির ভিত্তিতে কিউরেটর হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সম্পা মির্ধা। সরকার পরিবর্তন হলেও চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে কিউরেটর থেকে গিয়েছেন এখানেই।রাজ্য সরকার তাকে আর বদল করেনি। কিন্তু দিনে দিনে সম্পাদেবীর দুর্ব্যবহার এতটাই বেড়েছে যে স্টেট মিউজিয়ামে ডিউটি করতে চান না শুধুমাত্র তার ভয়ে। প্রতিনিয়তই হট্টগোল বাধিয়ে রাখেন তিনি। যে কারণে কর্মীরা স্টেট মিউজিয়াম থেকে বদলি নিয়ে চলে যান অন্যত্র। জানা গেছে, সম্প্রতি বেশ কয়েকজন পর্যটকের সঙ্গে সম্পাদেবী প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করেছেন। যা তারা পর্যটন নিগমে অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছেন বলে খবর। দাবি উঠছে অবিলম্বে স্টেট মিউজিয়ামের মতো গর্বের স্থান থেকে এরকম দুর্ব্যবহারকারী কিউরেটরকে যেন সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম কার্যত এখন রাজ্যের এক অনন্য পরিচিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ হেন স্থানে যদি দুর্ব্যবহারকারী কোনও আধিকারিক থাকেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি নানা ইস্যুতে নানা জনের সঙ্গে হট্টগোল বাধিয়ে রাখেন এবং দুর্ব্যবহার করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মিউজিয়ামের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। রাজ্যের স্বার্থে এবং স্টেট মিউজিয়ামের স্বার্থে এমন কিউরেটরের বদল চান এখানকার কর্মী এবং পর্যটকরাও।

### এক্যবদ্ধ নক্সালর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ আগরতলা ৩০ জানুয়ারি।। একাধিক ভাগে বিভক্ত নক্সালপন্থী দল গুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। উদ্যেগ চলছে সব গুলো গ্রুপ কিংবা দল মিলে গোটা দেশে একটাই সি পি আই এম এল দল গঠন করার। গোটা দেশে য়খন সি পি আই এম ক্রমশ ক্ষয়িস্ন শক্তিতে পরিনত হচ্ছে ঠিক তখনই নক্সালপন্থী সব গুলো গ্রুপ একই মনে আসার উদ্যোগ তাতর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর, ২০১৭ সাল থেকে এই উদ্যোগ শুরু হয়। উদ্যোগা পি সি সি - সি পি আই এম এল। সন্তোষ রানা ও ভাস্কর নন্দীর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই গ্রুপের শিলচর পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় দেশের সব গুলো সি পি আই এম এল গ্রুপকে একই দলে নিয়ে আসা। শিলচর পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুরু হয় ঐক্য প্রচেষ্টা। জানা গেছে ইতিমধ্যেই কোলকাতা, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ এবং গোহাটিতে নক্সালপন্থী দল গুলোর মধ্যে দফায় দফায় ঐক্য গঠনে বৈঠক হয়। বৈঠকে মোট চার পাঁচটি গ্রুপ সামিল হয়। তার মধ্যে পি সি সি - সি পি আই এম এল যেমন রয়েছে তেমনি সি পি আই এম এল (এন ডি) , সি পি আই এম এল (রেডস্টার) এবং সি পি আই এম এল ( জনশক্তি) রয়েছে। তার মধ্যে পি সি সি - সি পি আই এম এল - যেমন আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিম বংগ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে সংগঠন রয়েছে তেমনি বাকি দল গুলোরও পানাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ আরও বেশ কিছু রাজ্যে ততরতা রয়েছে। যতটুকু জানা গেছে, আলোচনা অনেকদুর এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই পি সি সি - সি পি আই এমএল ও সি পি আই এম এল ( নিউ ডেমোক্রেসি) এই দুইটি দল ঐক্য মতে এসেছে। বাকি দল গুলোরও সাথেও আলোচনা চলছে। পি সি সি - সি পি আই এম এল এর এক নেতা জানিয়েছেন, নক্সালপন্থীদের চারটি গ্রুপও যদি একদলে এসে মিশে যায় তবে দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। য়া এই মুহুর্তে সময়ের দাবী।

## আরও তিন মৃত্যু, খুলছে স্কুল

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। করোনার মৃত্যু প্রত্যেকদিন বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকেই খুলে যাচেছ স্কুল। প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। যদিও সোমবার পর্যন্ত নাইট কারফিউ এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশিকাটি রয়েছে। করোনা সংক্রমণের হার নিচের দিকেই। টানা দ্বিতীয়দিন ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার তিনের ঘরে রয়েছে। তবে থেমে নেই মৃত্যু। রবিবার আরও তিনজন সংক্রমিত ব্যক্তি মারা গেছেন। তাদের নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯২ জনে। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার সংখ্যা রবিবার এক লক্ষ অতিক্রম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করেছে। উত্তরপূর্ব ভারতের চতুর্থ খোয়াই জেলায় ৪, গোমতী জেলায় রাজ্য হিসেবে এক লক্ষ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এর আগে আসাম, মিজোরাম এবং মণিপুরে এক লক্ষ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে সবচেয়ে কম আক্রান্ত নাগাল্যান্ডে ৩৪১৮৯ জন। রাজ্যে রবিবার ২৪ ঘণ্টায় ১৮৬জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদের নিয়ে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১৪২জন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৮৫১জন। যে কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৩০জনে। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩.৯৮ শতাংশে।এদিন পশ্চিম জেলায় ৭৬জন নতুন সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন। এছাড়া সিপাহিজলা জেলায় ১৫,

১৯, দক্ষিণ জেলায় ২২, ধলাই জেলায় ১৯, ঊনকোটি জেলায় ১০ এবং উত্তর জেলায় ২১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। রাজ্যে মুখ্যসচিবের নির্দেশিকা অনুযায়ী সোমবার পর্যন্ত নাইট কারফিউ-সহ করোনার বিধির অন্যান্য নির্দেশিকা রয়েছে। এই সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশিকাও কার্যকর রয়েছে। তবও সোমবার থেকেই প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলি খুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর। যথারীতি সোমবার থেকে অফলাইনে ক্লাস শুরু হচ্ছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়লো। এই সময়ে ৮৭১জন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে

# কর্মচারীরা শিখছেন ককবরক অভিজ্ঞতা অর্জন শিক্ষামন্ত্রীর

সরকার এই স্বল্প সময়ে প্রাথমিক স্তর

থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত

মোট ১১৬টি বিদ্যালয়ে ককবরক

ভাষাকে একটি বিষয় হিসেবে চালু

করেছে। ২২টি কলেজে ২২ জন

জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য ভাষাতে চালু করা হয়েছে। যারা

সরকারের গ্রুপ এ, বি ও সি ক্যাটাগরির অককবরকভাষী কর্মচারীদের ককবরক ভাষা শেখার জন্য আজ থেকে অনলাইনে ককবরক স্পিকিং কোর্স চালু হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ দুপুরে শিক্ষা ভবনের হলঘরে এই অনলাইন ককবরক স্পিকিং কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রথম ব্যাচে রাজ্যের ৮ জেলার ১০০ জন সরকারি কর্মচারী অনলাইনে ককবরক ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছেন। এরমধ্যে টিসিএস এবং আইএএস অফিসারও প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে রয়েছেন। রিসোর্সপার্সনগণ তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন প্রতি মাসের রবিবার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার। ৩ মাস ২ সপ্তাহে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হবে। ককবরক স্পিকিং কোর্সের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই পদক্ষেপকে রাজ্য সরকারের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ককবরক ভাষার বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে অককবরক ভাষাভাষী যারা আছেন তাদের কাছে ককবরক ভাষাকে আরও বেশী করে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথমে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ককবরক স্পিকিং কোর্স চালু করা হলেও পরে সাধারণ জনগণের জন্যও এধরণের কোর্স

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ্য

ককবরক সহকারি অধ্যাপক নিয়োগের জন্য সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এ বিষয়ে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তিনি বলেন, ককবরক সরকারি ভাষা।এ ভাষা যাতে সহজে জনগণের কাছে পৌছায় সেলক্ষ্যে ১৪ জন ককবরক পিজিটি শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এবছরের ককবরক দিবসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি ক্লাসের জন্য ককবরক হ্যান্ডবুক চালু করা হয়েছে। যাতে শিক্ষকগণ ককবরক ক্লাস নিতে পারেন। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন দফতরের নাম ককবরক ভাষায় করা হচ্ছে। আগে প্রেস রিলিজগুলি শুধ বাংলায় হতো। এখন বাংলা, ককবরক ও ইংরেজীতে হয়। সরকারি প্রকল্পগুলির প্রচার এখন বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ও ককবরক

হালাম, চাকমা, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মণিপুরী এই ৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার উন্নয়নেও বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য রাজ্যে একটি 'মাইনর রিসার্চ প্রোগ্রাম' চাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনের পর শিক্ষামন্ত্রী

ককবরক সাহিত্যে বিশেষ অবদান

রেখেছেন তাদেরকে এবছর পুরস্কৃত

করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু

ককবরক ভাষার উন্নয়ন নয়, রাজ্য

সরকার কুকি, গারো, মিজো,

30th January, 2022

1:30 pm

শ্রীনাথ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষনার্থীদের দফতরের পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দফতরের অধিকর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন দফতরের উপ-অধিকর্তা সব্যসাচী সিং-সহ দফতরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

# আহত শাসক সমর্থক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৩০ জানুয়ারি।। পথের ধারে বসে নেশার ঠেকে আলো পড়লো বলে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে গাড়ি চালক আর দুই যাত্রীকে বেধড়ক যারা পেটালেন তারা এলাকায় মাতাল এবং ছিনতাইবাজ হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক

চালুর বিষয়ে দফতর বিবেচনা

করবে। তিনি সাংবাদিকদেরও

ককবরক ভাষা শেখার আহ্বান



পরিচয়ে এরা প্রত্যেকেই এলাকায় বিজেপি কার্যকর্তা। ঘটনার জেরে মনোজ ভৌমিক নামক এক ব্যক্তিকে বিলোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতেই তাকে জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনা বিলোনিয়ার পূর্ব সাড়াসীমায়। জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় গাড়ি করে বাজার থেকে বাড়ির দিকে আসছিলেন মনোজ ভৌমিক, রাজু দেববর্মা এবং সমীর বৈষ্ণব। রাস্তার পাশেই মদের আসর বসিয়েছিলো শংকর সাহা, দীপঙ্কর সাহা, কার্তিক দেবনাথ সহ আরও বেশ কয়েকজন। প্রতিনিয়ত তারা এখানে মদের আসর বসায় বলে খবর। হঠাৎ করেই গাড়ির আলো গিয়ে পড়ে এদের নেশার ঠেকে। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শংকর সাহা, দীপঙ্কর সাহা, কার্তিক দেবনাথ ছুটে এসে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নেয় রাজু দেববর্মা এবং সমীর বৈষ্ণবকে। এরপর সকলে মিলে এদের দু'জনকে পেটাতে শুরু করে। এলাকারই পরিচিত লোক বলে মনোজ ভৌমিক গাড়ি থেকে নেমে এসে এদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে এবং গাড়ি আলো পড়ার সঙ্গে এদের কোনও ভুল নেই বলেও তিনি জানান। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওই দুইজনকে ছেড়ে দিয়ে সকলে মিলে মনোজ ভৌমিককে পেটাতে শুরু করে। এমনভাবে মারে যে তিনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে যান। পরে অন্যান্য পথচারীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মনোজবাবুর স্ত্রীর অভিযোগ, হামলাবাজরা প্রত্যেকেই তাদের পাড়ার বাসিন্দা। এদের কাজ প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে মদের আসর বসানো এবং রাস্তায় দিয়ে যাওয়া পথচারীদের কাছ থেকে ছিনতাই করা। এরা এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা বলে ভয়ে কেউ কিছু এদের বলেনও না। আক্রান্ত মনোজ ভৌমিকও বিজেপি সমর্থক। কিন্তু তার পরেও তাকে রেহাই দেয়নি। মাতার নেতারা বিষয়টি নিয়ে বিলোনিয়া থানায় মামলা করেছেন মনোজ ভৌমিকের স্ত্রী।তবে রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

#### মাথায় শাবল মারলো প্রতিবেশী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে রক্তাক্ত এক মাঝবয়সী গরু চাষি। মাথায় সাবল দিয়ে তাকে মারা হয়েছে। রক্তমাখা অবস্থায় এই গরু চাষিকে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তার নাম চৌগরত রায়। ঘটনাটি হয়েছে শহরের খেঁজুর বাগান এলাকায়। এই ঘটনা ঘিরে প্রতিবেশী দিলীপ রায়, রিতেশ এবং মুন্না-সহ ১০জনের বিরদ্ধে অভিযোগ এনেছেন রক্তাক্ত চৌগরত। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় জানিয়েছেন, আমার বাড়ির সীমানা নিয়ে প্রতিবেশী দিলীপের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরেই ঝগড়া চলছে। রবিবার বাড়ির সামনে রাস্তা নিয়ে ঝগড়া করতে আসে দিলীপ-সহ অন্যরা। শাবল দিয়ে আমার মাথায় মারা হয়। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকলে এলাকাবাসীরা ছুটে আসেন। তারাই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। যদিও এই ঘটনায় থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত মামলা জমা পড়েনি। পুলিশও কাউকে গ্রেফতার করেনি। তবে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল পুলিশ বলে জানা গেছে। এনসিসি থানার পুলিশ গেলেও লিখিত মামলার অজুহাতে ফিরে এসেছে বলে অভিযোগ।



# বছর না ঘুরতেই 'অপরাধ' মুকুব করলো প্রদেশ বিজেপি

সংকট দেখছে বিজেপি? যাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো, তাদেরকেই এবার 'জামাই আদরে' প্রদেশ কার্যালয়ে এনে প্রত্যাহার করানো হলো তাদের উপর আরোপিত 'অপরাধ কার্যকলাপ'। রাজনীতিতে তাও সম্ভব। এটা

**আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** পাহাড়ে দিলেন প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা। তবে বিষয়টি এতটাও সহজ নয়। পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে বার্তা দিয়েছিল এডিসির ফলাফল। একটা শিশু-বয়সী রাজনৈতিক দল তিপ্রা মথার কাছে হারতে হয়েছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে থাকা বিজেপি দলকে। শুধু তাই নয়, বৰ্তমানে বিজেপি পাহাড়ে



আজ রাতের ওযুধের দোকান

শংকর মেডিকেল স্টোর

৯৭৭৪১৪৫১৯২

আজকের দিনটি কেমন যাবে

পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে । আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ । হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। । বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক ।

সমস্যা নতুন করে সমস্যা | চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে

গ্রিম করে নানা

লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির

সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের

জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে

আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি।

সৃষ্টি করতে পারে।

ঝামেলায় জডিয়ে !

পরিষ্কারই করলেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। শুরুতেই বললেন এডিসির নির্বাচনের আগে ৯ জন কার্যকর্তার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এখন বিজেপির প্রদেশ সভাপতির সাথে এই বহিষ্কৃত কার্যকর্তারা দেখা করে বিস্তৃত কথা বলেছেন। টিংকু রায় এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেছেন, প্রদেশ সভাপতি তাদের উপর আরোপিত বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির এসটি মোর্চার অন্যতম নেতা তথা এডিসির বিরোধী দলনেতা হংসকুমার ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিলেন। টিংকু রায় জানিয়েছেন, বিজেপি যাদেরকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করেছিল তাদেরকে ক্ষমা করেছে। কারণ, দলীয় শৃঙালা বিরোধী কাজের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ মণ্ডল), জুসেফ লাল ফামকিমা

কোমড় সোজা করে দাঁড়াতে পারবে এমন সিদ্ধান্তেও রাজনৈতিকমহল প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সমীকরণ যেন পাল্টে যাচেছ পাহাড়ের। ডাবল ইঞ্জিনের পাটি-গণিত, বীজ-গণিত উল্টে যাচ্ছে পাহাড়ে। সঙ্গীত জগতের 'স্টারদের' এনে যুব সমাজকে আকডে ধরার রাজনীতিও শক্তপোক্ত হচ্ছে না। এবার যাদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার করা হলো তাদেরকে যদি কোনও রাজনৈতিক দল লুফে নেয় আখেরে ক্ষতি হবে বিজেপির। তাদের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার হলো তারা হলেন— অম্পিনগর জনজাতি মোর্চার নেতা মঙ্গল সিং কলয়, ধলাই জেলার বিকাশ চাকমা, পেঁচারথলের ডি কে রিয়াং, এসসি মোর্চার দুলাল দাস, সুকোমল বিশ্বাস (ধলাই জেলা এসসি মোর্চা), তপন রায় (করমছড়া

অবসান থেকে কিছুটা

করছে। সাফল্যের পথে কোনও

বাধা থাকবে না। শক্র হ্রাস পাবে।

গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন

শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে

দিকও

যাবে

দেববর্মা (কৃষ্ণপুর মণ্ডল), ব্রজেন্দ্র দেববর্মা (আমবাসা মণ্ডল)। তাদের উপর থেকে আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়ের সাথেই পাহাড়ের রাজনীতিতে বিজেপির অবস্থান দুর্বল বলেই প্রমাণ হলো। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, পাহাড়ে বিজেপি ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। তিপ্রা মথার দাপটে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে থাকা বিজেপি এখন খুঁজে খুঁজে বের করছে কাদেরকে ক্ষমতার দাপটে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরকে এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা বহিষ্কার মুকুব করার সিদ্ধান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে कानिराइ वार्लाकवृर् निरा এসেছে শাসক বিজেপি। এদিকে এডিসির হংসকুমার ত্রিপুরা পরিস্থিতি উল্লেখ করে দাবি করেন, তার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার চলছে। তিনি এই বিষয়ে স্পষ্ট বাৰ্তা দিয়ে বলতে চান তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে বিকৃত করা হয়েছে এবং তিনি তার জবাবে বলেছেন, জনজাতিদের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব বিজেপির মাধ্যমেই। রাজ্যের ক্ষমতায় বসে বিজেপি তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু তিপ্রা মথা পরিচালিত এডিসি প্রশাসন জনজাতিদের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। তবে তিনি এও বলেছেন, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ভাঁওতাবাজি। এটা বিল বা আইনে পরিণত করার জন্য রাজ্যপালের কাছেও কিছু পাঠানো হয়নি। আসলে যুবকদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। নির্বাচনি

বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল গ্রেটার

তিপ্রাল্যান্ড। বিজেপি জনজাতি

বিরোধী নয়। জনজাতি বিরোধী যারা

তারাই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। স্পষ্ট

ভাষায় বললেন হংসকুমার ত্রিপুরা।

#### ধর্মঘট সফল

#### করার লক্ষ্যে গণকনভেনশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ জানুয়ারি।। বিশালগড় র বিবার অফিসটিলাস্থিত সিপিআইএম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় গণকনভেনশন। আগামী ২৮ এবং ২৯ মার্চ সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। দু'দিনের ধর্মঘটকে রাজ্যেও সফল করতে চাইছেন বাম শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলছে বিভিন্ন কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন সিপিআইএম কার্যালয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সিপাহিজলা জেলা কমিটির সম্পাদক ভানুলাল সাহা, সিদ্দিকুর রহমান, বিষ্ণুপদ ভৌমিক প্রমুখ। এদিনের কনভেনশনে কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিভাবে ধর্মঘটকে সফল করা যায় সেই বিষয়ে কর্মী সমর্থকদের পরামর্শ দিয়েছেন সিপিআইএম নেতারা। তারা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মঘটের মূল বাৰ্তা পৌঁছে দিতে হবে। যাতে করে সব অংশের মানুষ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন।

#### প্রতিবাদ

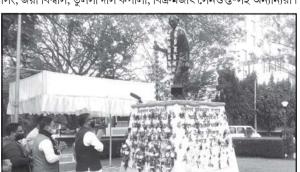
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আরআরবি, এনটিপিসি পরীক্ষার ফলাফল কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে ময়দানে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বিহার পুলিশের বর্বরতার শিকার হয়েছে প্রতিবাদীরা বলে দাবি করেছে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। এই ইস্যুতে সরব



কংগ্রেস ভবনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসচির আয়োজন করেছে পিসিসি। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ, সূত্রত সিং, যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধীমান রায়, এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়, মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী পর্ণিমা সাহা-সহ অন্যান্যরা।



সিপিআই সদর বিভাগীয় দফতরে মহাত্মা গান্ধীর 'শহিদান দিবস' পালন করা হয়। এই পর্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য সহ-সম্পাদক ডা. যধিষ্ঠির দাস, সিপিআই নেতা রমেন্দ্র দত্তগুপ্ত, মিলন বৈদ্য, অরুণ সেনগুপ্ত, ধনমণি সিং, জয়া বিশ্বাস, তুলসী দাস কপালী, বিক্রমজীৎ সেনগুপ্ত-সহ অন্যান্যরা।



তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তি প্রাঙ্গণে গিয়ে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদিন শ্রদ্ধার সাথে জাতির জনক গান্ধীজীকে স্মরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।



টিডিএফ'র উদ্যোগেও মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলায় দলের কার্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখান থেকে সকলে র্য়ালি সংগঠিত করে সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তি প্রাঙ্গণে মিলিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই পর্বে উপস্থিত। ছিলেন পীযৃষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাস, পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।

# শূন্যপদ পূর্ণের আশায় অধিকর্তার কাছে জিওএস

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। গেজেটেড অফিসার্স সংঘ ত্রিপরা প্রদেশের এক প্রতিনিধি দল কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে জলন্ত সমস্যাগুলো তলে ধরেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তপন দাস, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায়, সম্পাদক দেবাশিস বর্মণ, অফিস সম্পাদক সুমস্ত নন্দী, সংশ্লিস্ট দফতরের কারিগারি ইউনিটে সভাপতি বেণুরঞ্জন গোস্বামী। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের এই দফতরের কারিগরি শাখায় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে সুপারিন্টেভেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-১ থেকে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-২ থেকে জনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-১ পদে

প্রমোশন দেওয়ার বিষয়টিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে কারিগারি শাখায় এখনও পর্যন্ত প্রমোশন না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, কৃষি দফতরের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ৫টি পর্যায়ে ১৩৬টি পদের মধ্যে ৭০টি পদই শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তাছাড়া জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের ৪১টি পদে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কোনও নিয়োগ নেই। বর্তমানে কৃষি কারিগরি বিভাগের অবস্থা শোচনীয়। বিষয়গুলো উল্লেখ করে এই বিভাগের উন্নতি দাবি করেছে সংগঠন।দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কোনও পদোন্নতি নেই। গত ১৫ বছর ধরে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদেও পদোন্নতি নেই।১৯৯২ এবং ১৯৯৬

হওয়া ১৫জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থাও শোচনীয়। নিয়মিতকরণ নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সারা রাজ্যে বর্তমানে অনেক সমস্যা। বিশেষ করে এই সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করানোর বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সারা রাজ্যে মাত্র একজন এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। তার পক্ষে গোটা রাজ্য সামলানো দুষ্কর। এই পরিস্থিতিতে একটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাব ডিভিশন, রাজ্যের ৮টি জেলায় একটি করে ৮জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-সহ ন্যুন্তম ১০জন জনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়। অফিসার্স সংঘের তরফে অধিকর্তার কাছে সব বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার

#### শ্রীহট্ট সম্মিলনীর মেগা স্বাস্থ্য শিবির

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। গত শুক্রবার শ্রীহট্ট সন্মিলনী ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে বিশালগড় বুকের অন্তর্গত কমলাসাগর চা-বাগানে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. সত্যজিৎ চক্রবতী এবং ডা. অমিতাভ দেব চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। শিশু এবং বয়স্ক মিলে ১৫৮ জনের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয় ওই শিবিরে। তাদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ বিলি করা হয়। স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সভাপতি প্রমোদলাল ঘোষ, সম্পাদক বিপ্লব দেব, সহ-সম্পাদক সঞ্জয় চন্দ এবং কোষাধ্যক্ষ কিশোর ভট্টাচার্য। তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন উপস্থিত অতিথি-সহ এলাকার জনগণ।



# একই অ্যাপয়েন্টমেন্টেই নিযুক্ত মমতা-বিপ্লব, বিস্ফোরক মনোজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিজেপি এবং তৃণমূল একই সূত্রে গাঁথা। বিজেপি-তৃণমূল একই জায়গা থেকে সৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একই জায়গা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। কথাগুলো বললেন আরএসপি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য। দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন আরএসপি'র রাজ্য কার্যালয়ে দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকেও অংশ নিয়েছেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলকে একমঞ্চে রেখে আক্রমণ শাণিত

মেলারমাঠস্থিত করলেন মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিজেপি এবং তৃণমূলকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। বিজেপি-তৃণমূল একই খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের কাছে করতে পারেনি এই সরকার। তলে ধরে বিজেপি সরকারের মান্যের দাবি বড কথা নয়, বড কথা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে খেলা করা। কেউ গোটা দেশে খেলছে, কেউ পশ্চিমবঙ্গে খেলছে। মনোজ ভট্টাচার্যের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের

গোটা দেশে মাথা হেঁট হতে হয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে নারীদের নিরাপতা নেই। ত্রিপুরায় বিজেপিকে যেভাবে চালিত করছে বিপ্লব দেব, পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জিও একইভাবে চালিত করছে। তাদের মধ্যে বন্ধত্ব আছে। কতিত্ব আছে এক জায়গায়— সেটা হলো বিরোধী দলগুলোকে ভেঙে দাও। ধোঁকা দেওয়া ছাডা পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির যেমন রেকর্ড নেই তেমনি ত্রিপুরাতেও মানুষের সাথে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নেই। ত্রিপুরায় ভিশন ডকুমেন্টসের দাবি পূরণ আসলে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে সাজানো ঝগড়া হয় এটা মেকি প্রতিবাদ। রাজনৈতিকভাবে বিজেপির সাথে তৃণমূলের নিবিড় সম্পর্কের ব্যাখ্যায় মনোজ ভট্টাচার্য আরও বলেন, সামনে ৫ রাজ্যের

নির্বাচন। যদি মানুষ ভোট দিতে সুদর্শন ভট্টাচার্য, দীপক দেব, পারে তাহলে ফলাফল প্রমাণ হয়ে যাবে বিজেপির পক্ষে কেউ নেই। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মনোজ ভট্টাচার্যের দাবি, ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি সেটা গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতির অভিমুখ এক। সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বিজেপি সর্বনাশ করে দিয়েছে। ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই। দেশের সম্পদ বিক্রি থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের অভিযোগ তুলে বর্তমান ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিরুদ্ধে সাড়াশি আক্রমণ হানেন মধ্যে বেঁধে দেওয়া, ১০৩২৩'র স্থায়ী মনোজ ভট্টাচার্য। রাজ্যের সমাধান, শূন্যপদ পূরণ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেছেন সন্ত্রাস বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সর্বভারতীয় এই বাম নেতা। ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি। এসব এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্যুতে আরএসপি এখন আর্এসপি'র রাজ্য সম্পাদক আন্দোলন তেজি কর্বে।

প্রাক্তন মন্ত্রী গোপাল দাস, জয় গোবিন্দ দেবরায়-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক থেকে ৬ দফা দাবি সনদ গৃহিত হয়েছে। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে মজুরি বৃদ্ধি-সহ ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা, কৃষি জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করা, কৃষি যন্ত্রপাতি- বীজ-সার-কীটনাশক ওষুধ সহজমূল্যে প্রদান করা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় লাভজনক দাম দিয়ে কৃষকের ফসল কেনা, রান্নার গ্যাস-সহ পেটোপণ্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম মান্যের নাগালের

# সিপিএম'র

মানুষ লজ্জিত। পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩০ **জানয়ারি।। শ**নিবার সকাল ৮টা নাগাদ বিলোনিয়া শহরের উপকণ্ঠ আমজাদনগর বাজারে

সিপিআইএম-র উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস ঘাতকদের হাতে নিহত যুবকর্মী প্রদীপ চক্রবর্তীর শহিদান দিবস উদ্যাপন করার সময় বিজেপি আশ্রিত কিছ সমাজদ্রোহী বাধা সৃষ্টি করে। তাদের ফরমান বাজারে সিপিআইএম-র কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। সেসময় বাজারে উপস্থিত জনগণ এগিয়ে আসলে সেখান থেকে সরে যায় তারা। তারপর বহিরাগত আরও লোকজনকে জড়ো করে দুপুর ১১টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায় পরপর দু'বার আমজাদনগর বাজারে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ সংঘটিত করে নিরীহ ও গরিব ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ভাঙচুর ও সামগ্রী লুটপাট করে। বিজেপি দুষ্কৃতিদের এ জাতীয় হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে দলমত নিৰ্বিশেষে এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালাতে বাধ্য হয়। এতে দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনায় বিলোনিয়া মহকুমার সিপিআইএম নেতৃত্ব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসপি এবং বিলোনিয়া থানা কর্তৃপক্ষের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে হস্তক্ষেপ না করলে ঘটনা আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু অতি বিস্ময়ের ঘটনা হল বিলোনিয়া থানার পুলিশ দোষী বিজেপি দুষ্কৃতিদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শাসক দলের উপরতলার চাপে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত এবং আশিস দত্ত-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমের এমডি এম এস কেলের বিরুদ্ধে সরব সব শ্রেণির কর্মচারীরা। বর্তমান প্রেক্ষিতে রাজ্যের বৃহৎ কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত কেলে-কে নিয়ে এবার মুখ খুললো বিএমএস অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ নিগম কর্মচারীদের সর্ববৃহত সংগঠন।রাজ্য সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে সংগঠন তা মেনে নেবে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে নিগমের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকা কেলে কারোর সাথেই সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। এদিকে বিভিন্ন সময় যারা অতিরিক্ত সময় কাজ করছে তাদের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। ২০১৮

রেগুলার করায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আন্তরিকভাবে করার বিষয়টিও বিদ্যুৎমন্ত্রী যীফু দেববর্মা-সহ সংশ্লিষ্ট এদিন সংঘের তরফে অঙ্গীকারের

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৪২০ এর উত্তর 6 8 3 9 1 4 7 2 5 1 5 2 6 8 7 9 4 3 7 9 4 2 3 5 1 6 8 4 1 7 8 5 6 3 9 2 9 3 6 4 7 2 5 8 1 5 2 8 1 9 3 6 7 4

3 4 9 5 6 8 2 1 7

2 7 1 3 4 9 8 5 6

8 6 5 7 2 1 4 3 9

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সালের পর তাদের আর কোনও সেই সাথে কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। এদিকে সমস্যাগুলোও মিটিয়ে দেওয়ার বিদ্যুৎ নিগমের ওয়ার্কার্স ও আশা প্রকাশ করেছেন সংঘের পর্যবেক্ষক প্রবীর রঞ্জন বিশ্বাস। এমপ্লায়িজ সংঘের তরফে ৪৬৩জনকে (হেল্পার থেড টু) তাছাড়া নিগমের কাজকর্ম



ক্রমিক সংখ্যা — ৪২১								
4	3	2	7	6	9	1	5	8
9	8	5	3	2	1	6	7	4
7	6	1	4	8	5	3	2	9
3	1	7	6	9	8	2	4	5
2	5	9	1	3	4	8	6	7
8	4	6	2	5	7	9	1	3
6	2	4	9	7	3	5	8	1
5	7	3	8	1	2	4	9	6
1	9	8	5	4	6	7	3	2

হয়ে উঠবে।
<b>সিংহ : শ</b> রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে
শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে।
মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের
ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার
সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ
ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া
দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত
থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল
থাকবে।
<b>কন্যা: শ</b> রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না।
জেরে সামুসিক জারমানের

মনোভাব থাকবে।

তবে মানাসক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। | আৰ্থিকি ক্ষেত্ৰে মিশ্ৰ ফল | থাকব।ে স্বাস্থ্য ভালা যাব। পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি 👖 সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

তুলা: দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

একাধিক শুভ যোগাযোগ পারে। চাকরিজীবী এবং আসবে, যা উপার্জন বদ্ধিতে সাহায্য ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। করবে। শেয়োর বা ফাটকায় তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে। মিথন : দিনটিতে এই রাশির | দিনটি তে জাতক - জাতিকাদের | উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে | জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। মানসিক রাগ জেদ দমন করা দরকার। ভালোই ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ | 🏈 পরিবারে শান্তি বজায় থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে । আকরে। তবে আত্মীয় গোলযোগ না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী । সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে 🕳 **কৰ্কট**: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 🗽 মোটামুটি সন্তোষজনক।

সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে মকর : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ

> তবে ব্যয় পরিহার করুন। বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন কুম্ভ: স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও 🍇 ভালোই যাবে। বন্ধ

থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ হবে না।

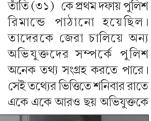
মীন : দিনটিতে
কর্মক্তে অনুকূল
পরিবেশ বজায়

কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধ-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

**অমরপুর, ৩০ জানুয়ারি।।** মন্দিরঘাট পুলিশের তরফ থেকে ধৃতদের পুলিশ হয়েছিলেন। আহতদের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তীর্থমুখ সড়কে দুষ্কৃতিদের হামলার তাঁতি(৩১) কেপ্রথম দফায় পুলিশ নির্মল খইড়ি (২৯), বাড়ি শিকার হয়েছিলেন তিন ভাই। রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল। এলাকার ভয়ঙ্কর ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে ছিটন দাস (৪০) আরও ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তার দুই করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার ভাই জীতেন দাস (৪৬) এবং লিটন অমরপুর আদালতে পেশ করা হয়। দাস (৩৬) গুরুতরভাবে আহত সেই তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাতে

তাদেরকে জেরা চালিয়ে অন্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে পুলিশ অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।





রিমান্ডে পাঠানোর আবেদন ছিল তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল গ্রেফতার করে নতুনবাজার থানার দুষ্কৃতিরা। পাশাপাশি লাঠিশোটা নিয়েও তাদের মারধর করা অভিযুক্তের ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড হয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে সর্বত্র মঞ্জুর করে। একই মামলায় ধৃত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আরও অভিযুক্তের ১৪ দিনের পুলিশ এই মামলায় দু'জন জেলহাজত মঞ্জুর করে আদালত। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম বাড়ি কারইছড়ি, নর্জয়রাম রিয়াং

পুলিশ। সেই ছয় অভিযুক্ত হল পালাজয় রিয়াং (৪৫), বাড়ি কারইছেড়া, থাইচৌ মগ (২৮), বাড়ি শুকনাছড়ি, সুনু তাঁতি (২২), বাড়ি কারইছড়া, রাজেন্দ্র বোনাস, গত ২১ জানুয়ারি গভীর রাতে হয়।চয়ন কুমার চাকমা (২৪) রঞ্জিত (২৬), বাড়ি দুখিরামপাড়া এবং

কারইছড়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই ঘটনার সাথে জড়িত আছে আরও কয়েকজন অভিযুক্ত। তাই বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃত ছয়জনকে এখন জেরা করে বাকি অভিযুক্তদের নামধাম জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে তিন ভাইয়ের উপর দুষ্কৃতিরা ভয়ঙ্কর হামলা সংঘটিত করেছিল। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হলেও বাকি দু'জন প্রাণে বেঁচে যান। এই ঘটনার পর নিরাপতা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায়। এদিন ধৃতদের অমরপুর আদালতে পেশ করা হয়। এই মামলায় ধৃত ৮ জনকেই এদিন আদালতে পেশ করে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা খুব শীঘ্রই বাকি অভিযুক্তদেরও তারা জালে তুলতে সক্ষম হবেন। মূলত মাছের ব্যবসার সাথে জড়িত এই

#### জলের দাবিতে ফের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ফটিকরায়, ৩০ জানুয়ারি।।** পানীয় জলের দাবিতে ফের রাস্তা অবরোধ করলো সাধারণ নাগরিকরা। এবার ঘটনা ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের নতুনরাজনগর এলাকায়। স্থানীয় নাগরিকরা এদিন কৈলাসহর সড়ক অবরোধ করেন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকট চলছে। তাই এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে এদিন রাস্তা অবরোধে শামিল হন। সকাল ১০টা থেকে তাদের অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলায় রাস্তার দু'দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে যায়। পরবর্তী সময় সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। এরপরই অবরোধ প্রত্যাহার হয়। জানা গেছে, নাগরিকদের আশ্বস্ত করা হয়েছে পানীয় জলের সমস্যার দ্রুত নিরসরন করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতিতেই অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি পানীয় জলের সংকট বেড়ে গেছে। যে কারণে প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক জায়গায় রাস্তা অবরোধ কিংবা নাগরিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন।

## ংস্ব করলো চোরের দল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ক্ষতি থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবেন। হতেই চোরের দল গবাদি পশুটি

অসহায় পরিবারকে

বিশালগড় / চড়ি লাম, 90 জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন সবদিক দিয়ে ব্যর্থ। কারণ প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা ঘটছে। শনিবার রাতেও বিশালগড় মহকুমার দুটি জায়গায় চোরের দল হানা দেয়। একটি ঘটনায় চোরেরা সফল হলেও অপর ঘটনায় তারা ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই রাতে বিশালগড় উত্তর ব্রজপুর ন্টপাড়ার নারায়ণ দেবনাথের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। বাড়ি থেকে দুটি গবাদি পশু নিয়ে যায় চোরেরা। নারায়ণ দেবনাথের পরিবার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল গবাদি পশুর উপর। দুধ বিক্রি করেই তাদের সংসার চলে। নারায়ণ দেবনাথের মোট চারটি গরু। যার মধ্যে দুটি গরু নিয়ে যায় চোরেরা। রবিবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুটি গবাদি পশু চুরি হয়ে যাওয়ায় নারায়ণ দেবনাথের পরিবার একেবার ভেঙে পড়েন। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই

এই ঘটনায় আবারও নিরাপতা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। লোকজন এদিন ভোরে অপরিচিত ধারণা করা হচ্ছে চোরের দল চুরি করা দুটি গবাদি পশু ইতিমধ্যেই পাচারকারীদের হাতে তুলে ধাওয়া করলে চোরেরা সেখান দিয়েছে। কারণ পুলিশকে থেকে পালিয়ে যায়। জজু মিয়ার অভিযোগ জানানোর পরও এখনও পরিবারও গরু চুরি হওয়ার ফলে

জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায়।স্থানীয় কয়েকজনকে গরু নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেন। তাদের পেছনে



পর্যন্ত চুরি যাওয়া গবাদি পশু উদ্ধার হয়নি।শনিবার রাতে উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের গৌতম কলোনি ফকিরামুড়ার আরেক বাড়িতেও হানা দেয় চোরের দল। ওই এলাকার জজু মিয়ার বাড়ি থেকে গবাদি পশু নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে

কান্নায় ভেঙে পডেন।কারণ, তারাও দুধ বিক্রি করেই সংসার প্রতিপালন করেন। শেষ পর্যন্ত জঙ্গল থেকে গরু উদ্ধার হওয়ার পর তারা স্বস্তি খুঁজে পান। ওই এলাকাটি বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত। নাইট কারফিউতে কিভাবে একের পর এক চরি হচ্ছে চোরেরা। কিন্তু ঘটনাটি জানাজানি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

## ৪০০ ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গোয়েন্দা শাখার কর্মীরা। হয়।তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে কদমতলা/ধর্মনগর, **জানুয়ারি।।** গোপন সংবাদের ওই সন্দেহভাজন যুবককে আটক

জানানো হয়। আদালত সেই

আবেদনে সাড়া দিয়ে ছয়

৩০ নতুনবাজার এলাকায় আসার পর ভিত্তিতে পূলিশ ৪০০ ইয়াবা করাহয়।তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়



ট্যাবলেট-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ধর্মনগর মহকুমার নতুনবাজার এলাকায় আগে থেকেই উৎপেতে বসেছিল ক দমত লা থানার পুলিশ এবং যুবককে কদমতলা থানায় নিয়ে আসা

প্রচুর সংখ্যক ইয়াবা ট্যাবলেট। ধৃতের নাম শরিফ উদ্দিন। তার বাড়ি ধর্মনগরের দক্ষিণ সাকাইবাড়ি এলাকায়। পরবর্তী সময় অভিযুক্ত মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে শরিফ উদ্দিনের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়। এদিকে পুলিশের ডিআইবি শাখার ডিএসপি মিহির দত্ত জানান, তাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল এক যুবক নেশার ট্যাবলেট নিয়ে সেখানে আসবে। মূলত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি পাচার করার উদ্দেশেই শরিফ উদ্দিন নতুনবাজার এলাকায় আসে। তাই পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেটের বাজার মূল্য ৫০ হাজার টাকা হবে। এখন শরিফ উদ্দিনকে জেরা করে তার সাথে যুক্ত অন্যদের তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক পেশায় গাড়ি চালক বলে খবর। তাকে সোমবার ধর্মনগর আদালতে পেশ করার কথা।

#### শেষ পর্যন্ত খেজুর রসও চুরি করল নিশিকুটুম্বরা

অপরাধমূলক ঘটনা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি।। চোরের যন্ত্ৰণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। এবার খেজুরের রস राना मिल (ठारतत मल। घउना চড়িলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খামারবাড়ি এলাকার পবন সরকার চড়িলাম বিধানসভার মধ্যে যিনি একমাত্র ব্যক্তি খেজুরের গাছ কাটেন এবং রস সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। গোটা বিধানসভা জুড়ে আর কেউ নেই এ পেশার সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যায়। রবিবার ভোর বেলা খেজুরের গাছ থেকে



রসের কলসি নামাতে গিয়ে দেখেন কলসি গুলোতে রস নেই। চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। সঙ্গে দটি সিলভারের কলসি এবং দুটি মাটির কলসি নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি। এদিন সকালবেলা গাছ থেকে রসের কলসি নামাতে গিয়ে এই অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে যান তিনি। বিগত প্রায় ষোল থেকে সতেরো বছর যাবত এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তিনি। শীতের মরশুমে প্রতিদিন ১৬টি গাছ থেকে ৫০ থেকে ৬০ লিটার রস সংগ্রহ করেন। রবিবার সকালে মাত্র ১৮ লিটার রস পেয়েছেন। বাকি রস চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ধরনের ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী। অন্যদিকে নৈশকালীন কারফিউ রয়েছে। তার মধ্যেও এ ধরনের ঘটনায় ক্ষব্ধ গ্রামবাসী।

#### অজানা রোগের

সংক্রমণে হতাশ কৃষকরা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জানুয়ারি।। অজানা রোগের সংক্রমণে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন তেলিয়ামুড়ার মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকার কৃষকরা। ওই এলাকায় প্রায় ৪০টি কৃষক পরিবারের বসবাস। মধ্য কৃষ্ণপুরের একজন টমেটো চাষি জানান, এবার তাদের ফলন ভাল হয়নি। তার উপর অজানা রোগের সংক্রমণে সব টমেটো নম্ভ হয়ে গেছে। টমেটো গাছগুলি নম্ভ হয়ে যাওয়ায় কৃষকদের মাথায় চিন্তার ভাজ পড়েছে।তাদের কথা অনুযায়ী টমেটো চাষ করে তারা লাভের মুখ দেখতে পাননি। তবে কি কারণে রোগ সংক্রমিত হয়েছে তা তারা বঝতে পারছেন না। চাষিদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে কৃষি দফতরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু দফতর কর্তাদের কাছ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা মেলেনি। টমেটো গাছগুলি হঠাৎ মরে যাওয়ায় খুব বেশি ফলন হয়নি। যতটুকু টমেটোর ফলন হয়েছে তা বিক্রি করে খরচের টাকাও আসবে না। এ বছর বাজারে টমেটোর চাহিদা বেশি থাকলেও বাজারের চাহিতা পুরণ করতে ব্যর্থ ওই অংশের কৃষকরা। তাই কৃষি দফতরের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন

সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩০ জানুয়ারি।। পরপর দু'দিন ব্যর্থতার নজর গড়লো রাজ্য পুলিশ। দুটি ঘটনায় অসম পুলিশ যে সাফল্য পেয়েছে তা অবশ্যই রাজ্য পুলিশের পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে রাজ্য পুলিশের হাতছাড়া হয়ে যায় সেই সফলতা। রবিবার অসম পুলিশ ফের নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে। সাথে আটক করা হয় লরির চালক এবং সহ-চালককে। এদিনের ঘটনাও অসমের চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্ট এলাকায়। শনিবার রাতেও অসম পুলিশ একইভাবে সেই জায়গায় গাড়ি তল্লাশি করে গাঁজা উদ্ধার

কেরছেল। রবিবার বিকেলে

পুলিশকর্মীরা সন্দেহজনকভাবে হয়েছিল। অসম পুলিশ উদ্ধারকৃত সাদ্দাম ইনামদার (২৯) এবং

টিএস১০ইউসি৫৪০০ নম্বরের গাঁজার ওজন করে দেখে সেখানে লরিটি আটক করে। ছয় চাকার ৩০৪ কেজি গাঁজা লুকিয়ে রাখা



লরিতে ছিল বেশকিছ খালি কার্ট্ন। সেগুলির ভেতরে গাঁজার ১২৬টি প্যাকেট লুকিয়ে রাখা ধারণা। এই ঘটনায় লরি চালক

হয়েছিল। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে তাদের আটক করা হয়। তাদের উভয়ের বাড়ি মহারাষ্ট্রের নালদুর্গ এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। সোমবার ধৃতদের করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে। শনিবার রাতেও একই কায়দায় নেশা কারবারিরা গাঁজা পাচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু অসম পুলিশ তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তারা জানতে পেরেছেন উদ্ধারকৃত গাঁজা আগরতলা থেকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এখন প্রশ্ন উঠছে রাজ্য পুলিশ কিভাবে সেই গাঁজা বোঝাই লরিটিকে ছেডে দিল। এর পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে নেই তো?

সহ-চালক আসিফ শেখকে (২৮)

# বিদায়ের আগে সুব্রত'র অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জানুয়ারি।। ইতিমধ্যেই বদলির নির্দেশ জারি হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন সুব্রত চক্রবর্তী। বর্তমানে তিনি শান্তিরবাজার থানার ওসি'র দায়িত্ব পালন করছেন। শান্তিরবাজার থানা ছেড়ে আসার আগে হঠাৎ গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামলেন ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। রবিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে শাস্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি এডিসি ভিলেজের উত্তর তাকমা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দটি প্লটে বেশ কিছ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। এই অভিযানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়



বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানিয়েছেন শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। তবে এতদিন পর্যন্ত শান্তিরবাজার এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের ততটা সক্রিয়তা দেখা যায়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এখন যেহেতু, তিনি পুনরায় আগরতলায় চলে আসছেন তাই শহর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা কতটা বজায় থাকে তা সময়ই বলবে। এই সময়ে শহরে প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে চুরি, ছিনতাইয়ের পাশাপাশি হামলা-হজ্জতির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। তাই নতুন ওসিকে দায়িত্ব গ্রহণের পরই দৌডঝাঁপের মধ্যে থাকতে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

# সমাধানে পরিদর্শন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ জানুয়ারি।। বিলোনিয়া পুর পরিষদের অন্তর্গত বেশকিছ এলাকায় জলের সমস্যা চলছে। তাই শহরবাসীকে সমস্যা থেকে পরিত্রান দিতে পুর কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জলের সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকর করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারই লক্ষ্যে বিলোনিয়া শহরের ৫টি স্থানে ডিপটিউবওয়েল বসানো হবে। সেই জায়গা নির্ধারণ করার কাজও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।



অতিসত্তর কাজ শুরু হবে বলে খবর। রবিবার বিলোনিয়া পর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপের নেতত্ত্বে এক প্রতিনিধি দল বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তার সাথে ছিলেন ওয়াটার সাপ্লাই এক্সপার্ট সনীল পোটে. সোশ্যাল সেফগার্ড কনসালটেন্ট সুজন চক্রবর্তী, কাউন্সিলার বিশ্বনাথ দাস, মূণাল দত্তগুপ্ত, অনুপম চক্রবর্তী, সৃশংকর ভৌমিক এবং সমাজসেবী গৌতম সরকার। তারা জানিয়েছেন, কিভাবে বিলোনিয়াবাসীকে জলের সমস্যা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে তারা চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

# গুড়ের জলকে মধু বলে বিক্রি, আটক তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ জানুয়ারি।। বহির্নাজ্যের যুবকের হাতে প্রতারণার শিকার হল রাজ্যের জনগণ। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। পরে বহির্রাজ্যের তিন প্রতারককে আটক করে। জানা যায়, রবিবার দুপুরে টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় মধু বিক্রি করতে আসে তিন যুবক। প্রতি লিটার ৫০০

থেকে ৬০০ টাকা বিক্রি করছিল। এমন সময় এক টিএসআর জওয়ান মধু ক্রয় করতে এসে মধুর কালার দেখে সন্দেহ হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তিনি জানান, মধুর



পরিবর্তে শুধু গুড়ের জল রয়েছে তাতে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটক করা হয়। কিন্তু অবাক করার বিষয় টিএসআর জওয়ান তিন যুবককে আটক করে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। কি কারণে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। এমনিতেই এ ধরনের প্রতারণার শিকার হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। অপরদিকে মধু বিক্রেতারা বলছে তাদের বাড়ি শিলিগুড়ি এলাকায়।

#### PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-39/EE/RD/KGT/DIV/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 18/02/2022 for the 02 (Two) nos . works. For details visit website <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-maileen1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

Sd/- Illegible (Er. S.K Roy) **Executive Engineer RD Kumarghat Division** 

#### চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টের PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 08/PNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 of Time Complete Estimat Cost **Earne Mone** Class ime of R Applica DNIT No. 9 8 15/02/2022 up to 4.00pm 02 (Two) Months Appropriate Class Rs. DNIT NO:- 54/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 4,85,008.00 9,700.00 1,000.00 DNIT NO:-46/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do Do 4,85,006.00 9,700.00 1,000.00 DNIT NO:-47/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do Do 1,000.00 4,85,031.00 9,701.00 (Three) Months Rs. DNIT NO:- 48/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,99.632.00 9,993.00 1,000.00 Rs. Rs. Rs. 5. DNIT NO:-49/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do Do 4,99,797.00 9,996.00 1,000.00 Rs. One) Months DNIT NO:- 44/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 3,42,000.00 6,840.00 1,000.00 Rs. Rs. Rs. 7. DNIT NO:- 50/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do 4,84,576.00 9,692.00 1,000.00 8. DNIT NO:- 51/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do 1,98,335.00 1,000.00 9,967.00 04 (Four) Months DNIT NO:- 52/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 3,68,171.00 7,363.00 1,000.00 Rs. Rs. Rs. 10. DNIT NO:- 53/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do Do 4.83,741.00 9,675.00 1,000.00 Rs. Rs. Rs. DNIT NO:- 54/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do Do 4,78,893.00 9,578.00 1,000.00 06 (Six) Months Rs. DNIT NO:- 55/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,82,803.00 9,656.00 1,000.00 06 (Six) Months Rs. DNIT NO:- 56/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,84,376.00 9,688.00 1,000.00 (Six) Rs. 14. DNIT NO:- 57/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,84,218.00 9,684.00 1,000.00 06 (Six) Month DNIT NO:- 58/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,57,188.00 1,000.00 9,144.00 Rs. Rs. Rs. 06 (Six) Month 16. DNIT NO:- 59/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do Do 4,85,066.00 9,701.00 1,000.00 Rs. Rs. Rs. 17. DNIT NO:- 60/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2021-22 Do Do 4,85,745.00 9,695.00 1,000.00

Note:-1. All other details are available in the office of the undersigned

ICA-C-3553-22

Sd/- Illegible (Er. Basudeb Das) **Executive Engineer** Water Resource Division No-IV Belonia, South Tripura

For & On Behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-3560-22

## জানা এজানা

# গুপ্ত কণিকাদের খেঁজ



অমূল্য রতন খুঁজে পাওয়ার জন্য ছাই উড়িয়ে দেখতে বলেছেন পণ্ডিতেরা। তা পণ্ডিতদের কথা একেবারে বিফলে যায় না। ছাইয়ের মধ্যে না হলেও কয়লার খনিতে মেলে অমূল্য রতন যাকে আমরা হীরকখণ্ড বলি। তেমনি অধরা কণাদের খুঁজতেও মাটির গভীরে যেতে হয় বিজ্ঞানীদের। বিশ্বের তাবৎ কণা ডিটেকটরগুলো সব মাটির নিচে বসানো হয়েছে। তাহলে কি ডার্ক ম্যাটার অর্থাৎ গুপ্ত কণাদের খুঁজতেও মাটির নিচে যাওয়ার দরকার হবে ? হ্যাঁ, মাটির নিচে গবেষণাগার বানিয়ে যেমন ডার্ক পার্টিকেল ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনি মহাকাশে নভোযান পাঠিয়েও চলছে এই অদৃশ্য কণাদের খোঁজ। কিন্তু যারা সাধারণ কণাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না, করে না কোনো আলোকরশ্মি বিকিরণ, তাদের দেখা মিলবে কীভাবে? বিজ্ঞানীরা আশা ছাড়তে রাজি নন। বিখ্যাত বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই মহাবিশ্বের জন্ম। অর্থাৎ বিগ ব্যাংয়ের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের সব কণিকার জন্ম। সুতরাং ডার্ক ম্যাটারের কণাদের জন্ম বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমেই হয়েছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তা—ই যদি হয়, সাধারণ দৃশ্যমান কণাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া কখনো-সখনো করতে পারে গুপ্ত কণারা। হ্যাঁ, এটা ঠিক, সেই মিথস্ক্রিয়া হরহামেশাই ঘটে না। কিন্তু ঘটে তো। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডার্ক বা গুপ্ত কণিকা বয়ে যাচ্ছে গোটা মহাবিশ্বের সব নায়গা দিয়ে। আমাদের পৃথিবী এমনকি আমাদের শরীর ভেদ করেও বয়ে যাচ্ছে অজস্র গুপ্ত কণা। সেই পার্টিকেলগুলো একেবারে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা নয়। মাঝেমধ্যে তারা দৃশ্যমান পরমাণুদের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। সেই সংঘর্ষ বদলে দিতে পারে গুপ্ত কণিকাদের গতিপথ। তারা যেদিকে ছুটছিল, নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষের পর উল্টো দিকেও ফিরে আসতে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে তৈরি হবে শক্তি। সেই শক্তিই খুঁজে দেবে গুপ্ত কণাদের খোঁজ। ডার্ক ম্যাটার কণিকাদের খোঁজার জন্য একটা ডিটেকটর বসানো হয় যক্তরাস্টের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাটির নিচে। পুরো প্রকল্পটির নাম ক্রায়োজেনিক ডার্ক ম্যাটার সার্চ বা সিডিএমএস। এই প্রকল্প যখন শুরু হয়, তখন এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিখ্যাত মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে আরেকটি ডিটেকটর স্থাপন করে পূর্ব মিনেসোটার সাউদার্ন খনির ভেতরে। এটা আরেকটু উন্নত সংস্করণ। তাই এর নাম রাখা হয়। সুপার সিডিএমএস। সিডিএমএস ডিটেকটরের মূল উদ্যোক্তা তিন মার্কিন গবেষক ব্ল্যাস কাবরেরা, লরেন্স ক্রাউয়াস ও ফ্র্যাঙ্ক উইজেক। তাঁরা ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে সিডিএমএস ডিটেকটর বসানোর উদ্যোগ নেন। সিডিএমএসের ডিটেকটরে গুপ্ত কণাদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটি বেশ মজার। এই ডিটেকটর তৈরি হয় অর্ধপরিবাহীর কেলাস দিয়ে। ডিটেকরটি এমনভাবে তৈরি, ডার্ক ম্যাটার কণা এসে আঘাত করলেই এর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। সেই তাপমাত্রাই জানিয়ে দেবে ডার্ক পার্টিকেলের উপস্থিতির খবর।

আঘাতে ডিটেকটরের তাপমাত্রা কতটকু বাড়বে ? সেই বাড়তি তাপমাত্রাটা কি আদৌ শনাক্ত করা যাবে, নাকি সেটি হারিয়ে যাবে পরিবেশের তাপমাত্রার ভিডে? গবেষকেরা অত্যন্ত সাবধানী। তাঁরা ডিটেকটরটি এমন জায়গায় রেখেছেন, সেখানকার তাপমাত্রা মিলি কেলভিনেরও কম। অতি শীতল সেই জায়গার তাপমাত্রার সামান্য হেরফের হলেই ডিটেকটর সেটা জানিয়ে দেবে। আর বিজ্ঞানীরা

জেনে যাবেন, ডার্ক ম্যাটারের বিশ্ব থেকে কোনো আগন্তুক এসেছিল! এই ডিটেকটরে ব্যবহার করা হয় জার্মেনিয়ামের কেলাস। ডার্ক ম্যাটার কণা এসে এতে আঘাত করলে এর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। আর সেই তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেখানে থাকবে একটা সেমিকভাক্টর বা অর্ধপরিবাহীর সেন্সর। সেই সেন্সরই বাড়তি তাপমাত্রা রেকর্ড করে জানিয়ে দেবে। একই ডিটেকটরে শুধু তাপমাত্রার বাড়া-কমাই ঘটে না আরও কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন বাইরে থেকে আসা কোনো কণা এসে আঘাত করলে এর জার্মেনিয়ামের কেলাস কিছু পরমাণু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। আবার সেই কেলাস থেকে নিৰ্গত হতে পারে আলোর ঝলকানি বা বিকিরণ। এই পরমাণ আর বিকিরণ নির্গত হওয়ার ব্যাপারটা থেকেও পাওয়া যেতে পারে গুপ্ত কণাদের হদিস। সাধারণ দৃশ্যমান কোনো কণার আঘাতে যদি পরমাণু বা বিকিরণ নির্গত হয়, তাহলে সেগুলোর পরিমাণ হরে অনেক বেশি। কিন্তু ডার্ক ম্যাটার কণার আঘাতে যদি পরমাণু আর বিকিরণ নির্গত হয়, সেগুলো খুব স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া এবার হাওড়ার কম মাত্রায় নির্গত হতে পারে। কিন্তু এভাবে ডার্ক ম্যাটার খুঁজে পাওয়ার আশা দুরাশামাত্র। এই যে ডিটেকটরের তাপমাত্রার শিবপুর থানার অন্তর্গত মল্লিক পাড়া পরিবর্তন দেখে ডার্ক ম্যাটার কণার শনাক্তের যে পদ্ধতি, এর

ভূপৃষ্ঠে। সেসব রশ্মি ডিটেকটরে গিয়ে আঘাত করলে ডিটেকটরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। তখন ভুল মেসেজ পাবেন বিজ্ঞানীরা। তা ছাডা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে আমরা গামারশ্মি, এক্স-রে, বেতার তরঙ্গ উতন্ন করছি। এসব বিকিরণও গবেষণাগারের সুরক্ষা প্রাচীর ভেদ করে ডিটেকটরে হানা দিতে পারে। তাই ডার্ক ম্যাটার খোঁজার জন্য যেসব ডিটেকর ব্যবহার করা হয়, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে বা পরিত্যক্ত গভীর কোনো খনির ভেতরে ডিটেকটর বসিয়ে চলছে অনুসন্ধান। ভূগর্ভের ভেতরে মহাজাগতিক রশ্মি যেমন হানা দিতে পারে না, তেমনি আমাদের চারপাশে জন্ম হওয়া অবাঞ্ছিত বিকিরণের প্রবেশও সেখানে নিষেধ। শুধু সিডিএমএস ব্যবহার করেই ডার্ক ম্যাটার কণাদের খুঁজে বের

করার চেষ্টা চলছে না। চেষ্টা

করা হচ্ছে আরও বিকল্প কিছু

পদ্ধতিতেও। কিন্তু কোনো

পরীক্ষাই আজ পর্যন্ত ডার্ক

ম্যাটারের খোঁজ দিতে পারেনি।

গুটিয়ে বসে থাকবেন? কক্ষনো

তাই বলে কি বিজ্ঞানীরা হাত

নয় ? গবেষণার ফলাফল

কথা হলো ডার্ক ম্যাটার কণার

জন্য কেন বিজ্ঞানীদের ভূপষ্ঠে

এর কারণ হলো আমাদের

বায়ুমণ্ডল আর পারিপাশকি

ট্রিলিয়ন মহাজাগতিক রশ্মি

আছড়ে পড়ছে আমাদের

পরিবেশ। প্রতিমুহুর্তে ট্রিলিয়ন

যেতে হলো?

নেতিবাচক আসা মানেই সব এরপর দুইয়ের পাতায়

# নিউইয়র্ক টাইমস'কে 'সুপারি মিডিয়া' বললেন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। পেগাসাস নিয়ে নিউইয়র্ক পেগাসাস। যদিও এখনও পর্যন্ত পেগাসাস কেনা নিয়ে টাইমস'র নতুন রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই ফের ভারত বা ইজরায়েল কোনও দেশের সরকারই মুখ অস্বস্তিতে কেন্দ্র। বিরোধীরা একযোগে সরকারকে খোলেনি। শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং এক টুইটে কোণঠাঁসা করার চেস্টা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিউইয়র্ক টাইমস'র ওই প্রতিবেদন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ সিনিয়র নেতামন্ত্রীরা সেভাবে মুখ খোলেননি। করে বলেছেন," নিউইয়র্ক টাইমস তো সুপারি মিডিয়া। বিজেপির শীর্ষ নেতারাও এখনও এ নিয়ে নীরব। সব ওদের কি বিশ্বাস করা যায়?" দেশের প্রাক্তন কূটনীতিবিদ মিলিয়ে শাসক শিবিরের তরফে প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু তথা রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেজর জেনারেল ভি কে সিং যে টুইট আকবরউদ্দিনও খানিকটা একই সুরে কথা বলছেন। করেছেন, সেটিই। মেজর জেনারেল ভি কে সিংয়ের তাঁরও বক্তব্য, পেগাসাস নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস যে দাবি, নিউইয়র্ক টাইমস'র রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়। রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেটা বড়সড় ভুল এবং প্রসঙ্গত ওই মার্কিন সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদনে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এদিকে শনিবার ভারত-ইজরায়েলের লেখা হয়েছে, ২০১৭ সালেই ইজরায়েলি স্পাইওয়্যার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি পেগাসাস কিনেছিল ভারত। এরপরেই নতুন করে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে ফের বলেন, "ভারত-ইজরায়েল সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্রের সমালোচনায় নেমেছে। সংসদের বাজেট লক্ষ্যস্থাপনের এটাই সেরা সময়। আমরা যখন স্বাধীনতার অধিবেশনে এই নিয়ে বিরোধীরা ফের ঝড় তুলতে পারে ৭৫ বছর উদ্যাপন করছি, তখন তার মাত্র এক বছর বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টকে বাদেই ইজরায়েলও তাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালন মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার অভিযোগেও সরব করবে। দু'দেশই কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর বিরোধীরা। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ উদযাপন করছে।" এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস'র প্রকাশ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের সময় করা নতুন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পেগাসাস মামলায় ইজরায়েলের সঙ্গে ২০০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি নতুন করে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি সই করেছিল ভারত। সেই চুক্তির অন্যতম ছিল দায়ের করেছেন আইনজীবী এমএল শর্মা।

# পেগাসাস ইস্যুতে নতুন করে মামলা সাপ্রম

**নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।।** পেগাসাস মামলাটি চলছে সেই মামলা সফওয়্যার পেগাসাস বিক্রি করেছে। ইস্যুতে নতুন করে মামলা দায়ের সুপ্রিম করা হল সুপ্রিম কোর্টে। নতুন আবদনে নিউইয়র্ক টাইমস'র একটি প্রবেতিবেন বিবেচনা করে দেখার আর্জি জানান হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৭ সালে ভারত-ইসরালে প্রতিরক্ষার চুক্তিও খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের আদেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছ। ২০১৭ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পেগাসাস। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত পেগাসাস স্পাইওয়্যার কিনেছিল বলে মিডিয়ে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। যা নিয়ে নতুন করে পেগাসাস ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পেগাসাস ইস্যুতে নতুন মামলা দায়ের করেছেন অ্যাডভোকেট এমএল শর্মা। তিনি সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সুপ্রিম কোর্টে পেগাসাস নিয়ে যে সাবস্ক্রিপশনেপ ভিত্তিতে নজরদারী

১০ দিন ধরে

মেয়ের দেহ

আগলে মা

তিনি আবেদনে বলেছেন, ২০১৭ সালে ভারত-ইসরায়েল যে চুক্তি হয়েছিল তা সংসদে অনুমোদন করা হয়নি। তাই তা বাতিল করা জরুরি। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টকে একটি ফৌজজারী মামলা নথিভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত নির্দেশ জারি করার ও বিচারের স্বার্থে স্পাইওয়্যার ক্রয় চুক্তি ও জনসাধারণের অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ারও আর্জি জানিয়েছেন। ''দ্যা ব্যাটেল ফর দ্যা ওয়ার্লস মোস্ট পাওয়ালফুল সাইবারওয়েপন" - এই শিরোনামে দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে ইসরায়েলি ফার্ম এনএসও গ্রুপ থেকে প্রায় ১০ বছর ধরেই বিশ্বের একাধিক দেশের

দায়েরকারীদের মধ্যে একজন। তবে সংস্থাটি কোনও বেসরকারি সংস্থাকে তাদের সফওয়্যার বিক্রি করেনি। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ক্র্যাক করে সমস্তা তথ্য হাতিয়ে নেওয়া যায়। প্রতিবেদনে ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের ইজরায়েল সফরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ফিলিস্তানি কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে শীতল ছিল ভারতের সম্পর্ক। সেখানে দীর্ঘদিন পরে মোদির ইসরায়েল সফর ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মোদি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সমদ্রের ধারে হাটার কথাও উল্লেখ করে প্রতিবাদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেনকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা নিশানা করছে কেন্দ্রের

## নভজ্যোত সিং সিধুর ঘড়ির দাম শুনলে লাগবে চমক

শিবপুরে। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ দিন ধরে মেয়ের মৃতদেহ আগলে রেখেছিলেন মা। রবিবার সকালে হলফনামায় তিনি যা লিখেছেন এলাকায় এই ঘটনা প্রকাশ্যে সম্পত্তি বিপুল পরিমাণ, পাশাপাশি আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম শ্যামলী মল্লিক (৪৫)। তাঁর ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা দীপ্তি মল্লিক ঘরের মধ্যে একা ১০ দিন ধরে মেয়ের মৃতদেহ আসন থেকে কংগ্রেসের হয়ে আগলে বসেছিলেন বলে খবর। মনোনয়ন পেশ করেছেন। দু'জনেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। শ্যামলী মল্লিকের দেহটি এদিন উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশ কিছু এরপর দুইয়ের পাতায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি।। রবিনসন চণ্ডীগড়, ৩০ জানুয়ারি।। সিধুর ঘড়ি আছে। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির একটি ঘড়ির দাম শুনলে চমকে যাবেন। সদ্য তিনি পাঞ্জাব নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ করেছেন। সেখানকার তথ্য অনুযায়ী তাঁর সেই তালিকায় রয়েছে বেশকিছু হাত ঘড়ির মূল্যও। যার দাম সত্যিই চমকে দেওয়ার মতো। পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি অমৃতসর পূর্ব মনোনয়ন পেশের সঙ্গে নিজের ও স্ত্রী'য়ের সম্পত্তি নিয়েও হলফনামা জমা দিয়েছেন। সেই হলফনাম থেকে জানা গিয়েছে, দুটি আধুনিক এসইউভি গাড়ি আছে। তাঁর কাছে

পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা। হলফনামায় সিধু জানিয়েছেন তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৪৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। এই সম্পত্তির মধ্যে সিধুর স্ত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক নভজ্যোত কৌর সিধুর সম্পত্তি রয়েছে। সিধু জায়ার মোট সম্পত্তি রয়েছে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে সিধুর মোট আয় ছিল ২২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। ২০১৬-১৬ অর্থবর্ষে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ তাঁর আয় এখন কমেছে। সিধুর কাছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দুটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার এবং ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা মূল্যের টয়োটা এরপর দইয়ের পাতায়

#### কোভিড মুক্ত লতা মঙ্গেশকর

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি।। কোভিডমুক্ত লতা মঙ্গেশকর। শুধু তা-ই নয়, নিউমোনিয়াকেও হারিয়ে দিলেন ৯২ বছরের গায়িকা। রবিবার সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সে খবর জানালেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ জানুয়ারি মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন গায়িকা। বয়সজনিত শারীরিক পরিস্থিতির কারণে জটিলতার আশঙ্কায় সে দিনই তাঁকে রাখা হয় আইসিইউতে। রবিবার সকালেই রাজেশ জানিয়েছিলেন গায়িকার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তা ছাড়া চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, গত তিন দিন ধরে ভেন্টিলেশনের বাইরে রয়েছেন লতা। জ্ঞানও রয়েছে তাঁর। বিকেলের মধ্যে লতার কোভিড নেগেটিভ হওয়ার খবর মিলল। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, "লতা মঙ্গেশকর যে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি জানালেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ১৫ দিন পরে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা হয়েছে তাঁকে। তিনি চোখ খুলে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তির 😤 উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী হায়দরাবাদ, ৩০ জানুয়ারি।। আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই গোটা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হবে 'স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটি'র আবরণ। ২১৬ ফুটের এই মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর সাধক ও দার্শনিক সস্ত রামানুচার্যের। এটিই হতে চলেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তি। হায়দরাবাদের কাছেই শামশাবাদে ৪৫ একর জমির উপরে স্থাপিত এই মূর্তিকে ঘিরে এখন থেকেই তুমুল কৌতৃহলের সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। ওইদিন রামানুচার্যের ১০০৩তম জন্মবার্ষিকী। তাই ওই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। করেছেন, সেখানেই স্থাপন করা হবে মূর্তিটি। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। চলবে ২ সপ্তাহ।

তেলেঙ্গানার মখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ও চিন্না জিয়ার স্বামী। জানা গিয়েছে, এই মূর্তিটি পঞ্চলোহায় নিৰ্মিত। কী এই পঞ্চলোহা? আসলে এটি পাঁচ ধাতুর মিশ্রণ। সেগুলি হল-সোনা, রুপো, তামা, পিতল, দস্তা। মর্তির চারপাশে ১০৮টি কালো পাথরে খোদাই করা ছোট মন্দিরও থাকবে। ভিতরের কক্ষে থাকবে আরও একটি মূর্তি। সেটি তৈরি হয়েছে ১২০ কেজি সোনা দিয়ে। কে সন্ত রামানুচার্য? তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুস্বুদুরে ১০১৭ সালে জন্ম তাঁর। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গোঁড়া। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই উদ্বোধনের জন্য। এই প্রকল্পটি ১ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন তিনি। বিশ্বাস, ভগবান আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ত্রিদণ্ডী চিন্না আদিষাই রামানচার্য। সামাজিক, জিয়ার স্বামী যে মন্দির স্থাপন সাংস্কৃতিক, লিঙ্গ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল. সকলের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। যাগযজের মাধ্যমে বিপুল তাঁর সেই মুক্তমনা বাণীকে সমারোহের অনুষ্ঠানে মোদির সকলের কাছে তুলে ধরতেই মোদি পাশাপাশি থাকবেন রাষ্ট্রপতি সরকার 'স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটি'র পরিকল্পনা করেছিল।



অমৃতসরঃ প্রেস কনফারেন্সের পরে কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টির পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ভগবন্ত মান বেরিয়ে যাওয়ার পথে একটি কট্টরপম্বী শিখ সংগঠনের প্রতিবাদের মথে পড়েন। শিখ সংস্থা ঘোষণা করেছে যে তারা পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ততদিন প্রতিবাদ করে যাবেন যতদিন না কেজরিওয়াল ১৯৯৩ সালের দিল্লি বোমা বিস্ফোরণ মামলার দোষী দেবীন্দর পাল সিং ভুল্লার'র মুক্তির আদেশ জারি করছেন।

#### মণিপুরে ৬০ আসনে প্রার্থী দেবে বিজেপি

**ইম্মল, ৩০ জানুয়ারি।।** মণিপুরে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একক ভাবেই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের মোট ৬০ আসনের সবক'টিতেই তারা প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ তাঁর পুরনো কেন্দ্র হেইনগঙ কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্রিতা করবেন। রবিবার বিজেপি-র তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দাবি করেন, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার তাঁর দল মণিপুরে সরকার গড়বে। মণিপুরে দু'দফায় ভোটগ্রহণ। তিনি বলেন, "এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত প্রার্থীকে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই তালিকায় শিক্ষাবিদ, খেলোয়াড় যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন প্রশাসক সমাজসেবীরা।

## গুলিতে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার বিজেপির বিজয়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি।। ইছাপুরে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার বিজেপি েনতা সুশান্ত মজুমদারকে লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি চলে। নিহত তৃণমূল নেতার ঘাড়ে গুলির চিহ্ন রয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোপানো হয় তৃণমূল নেতাকে, এমনই অনুমান পুলিশের। কিছুদিন আগে নোয়াপাড়াতেই বিজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গণ্ডগোল হয় সুশান্ত মজুমদারের। তখন বিজয় মুখোপাধ্যায় তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, ব্যারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পার্থ ভৌমিকের। সেই ভিত্তিতেই শনিবার রাতে বিজয় মুখোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।শনিবার বাড়ির কাছেই খুন হন ক্রামূল নেতা। রাত সোয়া ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের মানিকতলায়। প্রথমে গুলি। গুলি লক্ষাভ্রম্ভ হওয়ায় মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। মৃতের নাম- সুশান্ত মজুমদার ওরফে গোপাল। তিনি নোয়াপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার রাতে পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির সামনেই ওই নেতার ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। আশক্ষাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতের স্ত্রী উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের কো অর্ডিনেটর। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই টার্গেট ছিলেন গোপাল। ঘটনাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আততায়ীরা কতজন ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ যে সিসিটিভি ফুটেজ সেখানে রয়েছে, তাতে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। তারপর কিছু মানুষ দৌড়ে যাচ্ছে। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে অবশ্য কোনও সিসিটিভি নেই। দুষ্কৃতিরা পরিকল্পনা করেই খুনের ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

## লাইফ স্টাইল

# কত বার পরা যায় N-৯৫ মাক্ষ?

## কোন কোন লক্ষণ দেখলে বাতিল করতে হবে পুরনো মাস্ক

করোনাকালে মাস্কের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আলোচনা হয়েছে এন৯৫ মাস্ক নিয়ে। এই মাস্ক কাচা যায় না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে এটি ফেলে দিতে হয়। কিন্তু কত বার পরতে পারেন এই ধরনের মাস্ক? সম্প্রতি আমেরিকার Centers of Disease Control and Prevention-এর তরফে বলা হয়েছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ৫ বার পর্যন্ত পরতে পারেন এক একটি এন৯৫ মাস্ক। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি

মাস্ক কত বার পরা হবে, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় হল, সেটি কীভাবে ব্যবহার করা

বিজ্ঞানীদের মতে, দোকানে যাওয়ার জন্য মাস্ক পরা। আর এমন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা, যেখানে সারাক্ষণ মাস্ক পরে থাকতে হয় দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁদের মতে, কত বার মাস্ক পরা হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, কত মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছে। California Institute of Technology<sub>₹</sub> মাস্ক-বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ফ্ল্যাগান

বলছেন, কয়েকটি বিষয় নজরে রাখতে। মাস্ক বদলের সময় এসেছে কি না, বোঝা যাবে এই লক্ষণগুলি দেখলেই। মাস্ক পরে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে? তাহলে বুঝতে হবে, মাস্কের ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে এসেছে। বাতাসের দৃষিত পদার্থ, ধূলিকণা ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয়। এমন হলে নতুন এন৯৫ মাস্ক পরতে হবে। পুরনো মাস্ক বাতিল করতে হবে। এন৯৫ মাস্কটির রং হলুদ হয়ে

গিয়েছে? তাহলেও বুঝতে হবে এটি আর ঠিক করে কাজ করছে না। তখনও মাস্ক বদলাতে হতে

এন৯৫ মাস্কটির ইলাস্টিক আলগা হয়ে গিয়েছে? তাহলেও বদলে ফেলুন মাস্ক। কারণ পুরনো মাস্কটি আর আঁটসাঁট হয়ে মুখে বসছে না। ফলে এটির ফাঁক দিয়ে জীবাণু ও দৃষিত পদার্থ ঢুকতে পারে। প্রচণ্ড জীবাণুপূর্ণ পরিবেশ বা দৃষিত এলাকায় ব্যবহার করলে, এন৯৫ মাস্ক দুই থেকে তিন বারের বেশি পরা যায় না। এমন বলছেন রিচার্ড ফ্ল্যাগান। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশি সময়ে পরা

যেতেই পারে।





# মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী এগিয়ে চল সংঘ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের ফাইনালের পর সিনিয়র লিগেও ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে দিলো এগিয়ে চল সংঘ। আগের ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল বড় বাজেটের এগিয়ে চল সংঘ। এদিন ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে অনেকটাই চাপমুক্ত তারা।উমাকাস্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই বড় ম্যাচ ঘিরে একটা উৎসাহ ছিল। দুইটি দলেই বেশ কয়েকজন নতুন ফুটবলার যোগ দিয়েছে। ফলে লড়াই একটা অন্যমাত্রায় পৌছাবে এমন আশা

ফুটবলারদের

সংবর্ধনা দিলো

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০

ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে

প্রথম ডিভিশনে খেলার

যোগ্যতা অর্জন করেছে

খেলোয়াড়দের বিশেষ

সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই

শহরের অত্যস্ত বনেদি ক্লাব

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। রবিবার

ক্লাবের অফিস গৃহে চ্যাম্পিয়ন

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন

ক্লাবের সভাপতি ডাঃ উৎপল

চন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন

অতীতের বরেণ্য ফুটবলার

রঞ্জিত দাস সহ সুব্রত রায়,

সহ ক্লাব সদস্যরা। স্বাগত

ভাষণ পেশ করেন ক্লাবের

এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন

রঞ্জিত দাস, কমল সাহা, রমেন

দাশগুপ্ত। বন্যবাদসূচক ভাষণ

প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। আশির

ডিভিশনে খেলেছিল ক্লাবটি।

ডিভিশনে উঠলো। স্বভাবতই

ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিতে

কোন কার্পণ্য করেনি ফ্রেণ্ডস

পেশ করেন সুশোভন দত্ত

মজুমদার। প্রত্যেকেই

ফুটবলারদের উচ্ছুসিত

দশকের শেষ দিকে প্রথম

দীর্ঘদিন পর ফের প্রথম

ইউনিয়ন।

সচিব রজত কাস্তি সেন।

কমল সাহা, রজত কান্তি সেন

ছিল। তবে খুব উঁচুমানের লড়াই না হলেও একেবারে হতাশাজনকও নয়। মোটামুটি উপভোগ্য ফুটবলই খেললো দুইটি দল। স্থানীয়, ভিনরাজ্য এবং বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নেমেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ। শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছে মেলারমাঠের দলটি। মূলতঃ সুযোগ কাজে লাগিয়েই তারা শেষ হাসি হাসলো। ফরোয়ার্ড ক্লাব খুব খারাপ খেলেনি। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘ-র আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে কিছুটা চাপ তৈরি হয়। এরই মাঝে ফরোয়ার্ড ক্লাবও সুযোগ

পেয়েছিল। মোট চারজন বিদেশি এদিন দুই দলের হয়ে মাঠে নামে। এগিয়ে চল সংঘের হয়ে অ্যারিস্টাইডের পাশাপাশি দ্বিতীয় বিদেশি আলফ্রেড এদিন প্রথম একাদশে খেললো। মাঝমাঠের এই ফুটবলারটির অন্তর্ভুক্তিতে দলের শক্তি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা আরও কয়েকটা ম্যাচ পর বোঝা যাবে। ভিনরাজ্যের দুই নতুন ফুটবলার এদিন এগিয়ে চল সংঘের হয়ে মাঠে নামলো। প্রথম দর্শনে কেউই নজরকাড়া ফুটবল খেলতে পারেনি। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে এদিন সুজয় দত্ত মাঠে নেমেছিল। প্রথম ম্যাচ

পাশাপাশি দলের সাথে বোঝাপড়াও তৈরি হয়নি। তাই প্রথম দিনেই এসব ফুটবলারদের যোগ্যতা বিশেষ বোঝা গেলো না। যদিও তারপরও মোটামুটি উপভোগ্য ম্যাচ উপহার দিলো দুইটি দল। প্রথমার্ধে অবশ্যই ফরোয়ার্ড ক্লাবের কিছুটা দাপট ছিল। বেশ কিছু সুযোগ তারা তৈরি করে। চিজোবা, ভিদাল, ইয়ামি প্রথমার্ধে ম্যাচের দখল নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। ফলে বেশ কিছু সুযোগও তৈরি হয়। এরই মাঝে খেলার গতির বিরুদ্ধে এগিয়ে চল সংঘ-কে এগিয়ে দেয় দেবাশিস রাই। ২০১৩-তে প্রথমবার জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে আগরতলার ময়দানে খেলতে এসেছিল। আট বছর পরও দেখা যাচ্ছে, একইরকম দক্ষতা। গতি যেন আরও বেড়েছে। এদিন ম্যাচের ১৭ মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুই ফুটবলারকে পরাস্ত করে যেভাবে গোলটি করলো তা এককথায় অনবদ্য। এসব গোল দেখার জন্যই ফুটবলপ্রেমীরা মাঠে ভিড় জমায়। গোল হজম করার পর ফরোয়ার্ড ক্লাব আক্রমণে আরও

তেজি হয়। ৩৮ মিনিটে সাগাইরাজ-র কাছ থেকে বল পেয়ে ভিদাল চিসানো ফরোয়ার্ড ক্লাবকে

●এরপর দইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ ২০২০-২১ মরশুমে করোনার প্রকোপে রঞ্জি ট্রফি বন্ধ ছিল। ইতিহাসে প্রথমবার এরকম ঘটনা ঘটে। এই অবস্থায় চলতি মরশুমে রঞ্জি ট্রফি করার জন্য শুরু থেকেই ইতিবাচক ছিল বিসিসিআই। যদিও করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য এই বছরও রঞ্জি ট্রফি হবে কি না তা নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে আপাতত সেই সংশয় কেটে গিয়েছে। রঞ্জি ট্রফি হচ্ছে—এই ঘোষণা করেছে বোর্ড। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে তা স্থগিত করা হয়। গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের ক্রিকেটাররাও রঞ্জি ট্রফি হচ্ছে এই খবরে বেশ স্বস্তিতে। রঞ্জি ট্রফির লক্ষ্যে ২২ জন ক্রিকেটারের তালিকা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। শনিবার থেকে তারা অনুশীলনেও নেমে পড়েছে। ঘটনা হলো, ঘরোয়া ক্রিকেট যতদিন বন্ধ থাকবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্রিকেটাররা। গত বছর রঞ্জি ট্রফি না হওয়ায় বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ক্রিকেটারদের। পর পর দুই বছর রঞ্জি ট্রফি বন্ধ থাকার অর্থ হলো, এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। পাশাপাশি নতুন

রঞ্জি মরশুমে ২০-৩০ জন ক্রিকেটার নজরকাড়া পারফরম্যান্স করে থাকে। এরাই পরবর্তী সময়ে জাতীয় দলে জায়গা করে নেয়। ফলে টানা দুই বছর রঞ্জি ট্রফি বন্ধ থাকলে সাপ্লাই লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব কারণেই বোর্ড এবার দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম একাদশে থাকা ক্রিকেটাররা প্রতিদিনের ম্যাচ মানি হিসাবে ৩৫ হাজার টাকা পেতো। বর্তমানে সেটা বেড়ে হয়েছে ৬০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ম্যাচ পিছু ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। রিজার্ভে থাকা ক্রিকেটাররা পাবে ম্যাচ পিছু ৩০ হাজার টাকা। অধিকাংশ সিনিয়র ক্রিকেটারই পেশাদার। অর্থাৎ খেলেই তারা রোজগার করে। এই অবস্থায় এই বছরও রঞ্জি ট্রফি বন্ধ থাকলে বিশাল সমস্যায় পড়ে যেতো ক্রিকেটাররা। স্বভাবতই এখন বেশ স্বস্তিতে তারা। এবার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেদের মেলে ধরার প্রয়াস শুরু হবে। দুই বছর ধরে একটা চোরা টেনশনে ভুগেছে ক্রিকেটাররা। সেই টেনশন থেকেও মুক্তি মিলছে। স্বভাবতই অনুশীলনে বেশ উদ্যমী ক্রিকেটাররা।

ক্রিকেটার উঠে আসার রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিটি

#### ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন স্পেনীয় তারকা

ল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। ইতিহাস তৈরি করলেন রাফায়েল নাদাল। রজার ফেডেরার, নোভাক জোকোভিচকে টপকে প্রথম পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। রড লেভার অ্যারেনায় ফাইনালে রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে হারালেন ২-৬, ৬-৭ (৫-৭), ৬-৪, ৬-৪, ৭-৫ গেমে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলল লড়াই। কে বলবে দেখে যে ৩৫ বছর বয়স হয়ে

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসা যায়, তা রবিবার আরও এক বার বুঝিয়ে দিলেন নাদাল। যোগ্য ভাবেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে নিলেন তিনি ৷মাস ছয়েক আগে ক্রাচ নিয়ে হাঁটার ছবি পোস্ট করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তো দূর, ভবিষ্যতে আর কোনও প্রতিযোগিতাতে নামতে পারবেন কি

ফাইনালে প্রথম দুটি সেটে হেরে যখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন, পিছিয়ে পড়েছিলেন। কী ভাবে তখন আক্রান্ত হলেন কোভিডে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলা নিয়ে আরও বড় সংশয় তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু গোটা বিশ্ব যখন নোভাক জোকোভিচকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন নীরবে অনুশীলন করে গিয়েছেন তিনি। পায়ের চোট ভুগিয়েছে এই প্রতিযোগিতাতেও। কিন্তু সব যন্ত্রণা সহ্য করেই ইতিহাস গড়ে ফেললেন তিনি।

## টিসিএ সভাপতির সংবিধান বিরোধী ভূমিকা

# নিজের অধিকার আদায়ে ফের কি আদালতে যাবেন তিমির

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, টিসিএ-র সংবিধান অনুযায়ী একজন ধর নের কোন কাজের কোন আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ নিজের সচিবের যে সমস্ত কাজ এবং দায়িত্ব অধিকার আদায়ে ফের কি আদালতে সেই সমস্ত কোন কাজ বা দায়িত্ব যাবেন টিসিএ-র নির্বাচিত সচিব তিমির চন্দ ? গত ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে টিসিএ-র সচিব পদে পুনরায় বহাল হয়েছেন তিমির চন্দ। ১৩ মার্চ ২০২১ তারিখে মানিক সাহা-র সভাপতিত্বে টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিল নির্বাচিত সচিব তিমির চন্দ-কে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার যে সিদ্ধান্ত ততদিন সচিবের দায়িত্বে থেকে নিয়েছিল ১৮ জানুয়ারি (২০২২) উচ্চ আদালত এক প্রকার খারিজ করে দিয়ে তিমির চন্দ-কেই সচিব পদে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। তিমির চন্দ সচিব পদে ফিরলেন পাশাপাশি উচ্চ আদালত জানিয়ে দেয় যে, যতদিন না পর্যন্ত নিম্ন আদালতে মূল মামলার চূড়ান্ত রায় সামনে আসছে ততদিন তিমির চন্দই টিসিএ-র সচিব। তবে ঘটনা হচ্ছে, ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ টিসিএ-র সচিব পদ ফিরে পেলেও তাকে নাকি সংবিধানে নাকি সভাপতির এই

পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ, একদিকে উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য তো অন্যদিকে টিসিএ-র সংবিধান মতো কাজই হচ্ছে না টিসিএ-তে। আর পুরো ঘটনার নেতৃত্বে নাকি খোদ টিসিএ-র সভাপতি মানিক সাহা। জানা গেছে, যতদিন তিমির চন্দ ক্ষমতার বাইরে ছিলেন যুগ্মসচিব কিশোর দাস বিভিন্ন কাগজে যেমন সই করেন তেমনি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যেই তখনই সচিবের কাজগুলি দখল করে নেন খোদ সভাপতি। বিস্ময়কর ঘটনা হচেছ, নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র বিভিন্ন ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের তালিকা (সম্ভাব্য রাজ্য দল) ঘোষণা করছেন সভাপতি। টিসিএ-র

অধিকার নেই। অর্থাৎ একদিকে যেমন উচ্চ আদালতের নির্দেশ মানা হচ্ছে না তেমনি টিসিএ-র সংবিধান। খবরে প্রকাশ, টিসিএ-র বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নাকি এক প্রকার তালিবানি হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে তাতে করে টিসিএ-র কোন অবস্থায় নাকি টিসিএ-র সভাপতির ক্ষমতা (সংবিধান) চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলার পাশাপাশি নিজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে ফের আদালতে যেতে পারেন সচিব তিমির চন্দ। এই প্রসঙ্গে টিসিএ-র এক প্রাক্তন সচিব বলেন, রাজ্যে সরকার বদলের পর পদে পদে টিসিএ-র সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। বার বার মামলা, হামলা করে ক্রিকটেকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না। ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পরই টিসিএ সভাপতির পদত্যাগ

করা উচিত ছিল। কেননা ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্পস্ট যে, ১৩ মার্চ (২০২১) সভাপতি মানিক সাহা সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং মানিক সাহা-র উচিত ছিল, টিসিএ থেকে পদত্যাগ করা। এখন যদি তিমির চন্দ তার দায়িত্ব (সচিব হিসাবে) পালন অধিকার আদায়ে ফের আদালতে করতে না পারে তিমির চন্দ। এই যায় এবং আদালতে প্রমাণিত হয় যে, সত্যি সত্যি সচিবকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে কাজ করছেন সভাপতি তাহলে তো তার বহিষ্কার নিশ্চিত। সুতরাং অবিলম্বে যদি সচিবকে তার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে তিনি আদালতে যেতেই পারেন। আর টিসিএ-র যে সংবিধান তাতে তো স্পষ্টভাবেই বলা আছে, সভাপতির কাজ ও দায়িত্ব কি আর সচিবের দায়িত্ব ও কাজ কি। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, সচিব আদালতে গেলে সভাপতির এবার টিসিএ থেকে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ শিল্ড ফাইনালের পর প্রথম ডিভিশন ফুটবলেও প্রথম সাক্ষাতে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। স্বভাবতই বেশ সন্তুষ্ট দলের কোচ সুজিত হালদার। তবে সার্বিকভাবে দলের খেলায় সন্তুষ্ট নন তিনি। এই দলটি আরও ভালো খেলতে পারে বলে মনে করেন তিনি। দুইটি দলই একটি উপভোগ্য ম্যাচ উপহার দিয়েছে বলে জানিয়েছেন। ম্যাচের গতি-প্রকৃতি বার বার উঠা-নামা করেছে। প্রথমার্ধে যদি ফরোয়ার্ড ক্লাবের দাপট থাকে তবে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘের দাপট ছিল। কোচ সুজিত হালদার-র কথায়, কোন দলই একচেটিয়া দাপট দেখাতে পারেনি। মূলতঃ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যই জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। নতুন দুই ফুটবলারের পারফরম্যান্সে খব সম্ভুষ্ট না হলেও একেবারে হতাশও নন। দুই ফটবলারই সম্ভবত অনশীলনের মধ্যে ছিল না। তাই প্রথম ম্যাচে সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি তিনি আশা করছেন, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে তারা স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারবে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে যাওয়ার পর বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল দলটি। এদিন বড ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে কিছুটা চাপমুক্ত হয়েছে তারা। এটা স্বীকার করেছেন কোচ। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে গোটা দল ফ্লপ করেছিল। এরকম দিন মাঝে মাঝে আসে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে অদ্ভূত ঘটনা, ম্যাচ চলার সময়েই ভূমিকম্প

नशामिक्सि, ७० जानुशाति।। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচে অদ্ভূত ঘটনা। ম্যাচ চলাকালীনই হল ভূমিকম্প। মাঠে থাকা ক্রিকেটাররা টের না পেলেও, ধারাভাষ্যের বক্সে সেই ঘটনা ভালই বোঝা গিয়েছে। সামনে থাকা টিভি স্ক্রিন কাঁপতে থাকার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে। ত্রিনিদাদে প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছিল আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ের মধ্যে। সেই সময় পোর্ট অব স্পেনে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫.২।মাঠে থাকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে কাঁপতে থাকে ধারাভাষ্যকাররাও ঘাবডে যান।অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচে অঙ্কুত ঘটনা। ম্যাচ চলাকালীনই হল ভূমিকম্প। মাঠে থাকা ক্রিকেটাররা টের না পেলেও, ধারাভাষ্যের বক্সে সেই ঘটনা ভালই বোঝা গিয়েছে। সামনে থাকা টিভি স্ক্রিন কাঁপতে থাকার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে। ত্রিনিদাদে প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছিল আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ের মধ্যে। সেই সময় পোর্ট অব স্পেনে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার। মাত্রা ছিল ৫.২।মাঠে থাকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে কাঁপতে থাকে। ধারাভাষ্যকাররাও ঘাবড়ে যান সেেই সময় আইসিসি-র হয়ে ধারাভাষ্যকার অ্যান্ড লিয়োনার্ড বক্সে ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হচ্ছে এখন ভূমিকম্প হচ্ছে। বক্সে বসে আমরা বুঝতে পারছি। সত্যিই কি এটা ভূমিকম্প? কুইন্স পার্ক ওভালের গোটা মিডিয়া সেন্টারই থরথর করে কাঁপছে।" জিম্বাবোয়ের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভার চলার সময় এই ঘটনা ঘটে।তবে মাঠা থাকা ক্রিকেটাররা সে ভাবে কিছু টের পাননি। এক সাংবাদিক পরে ওই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করেন। তা দ্রুত নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

## সুপার লিগে আসল লড়াই ঃ সুভাষ সার্বিকভাবে দলের পারফরম্যান্সে

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ মর্যাদার লডাইয়ে হেরে গেলেও মোটেই হতাশ নন ফরোয়ার্ড কোচ সূভাষ বোস।তার স্পষ্ট কথা, আসল লড়াই তো সুপার লিগে। তখনই বোঝা যাবে কারা সেরা? তাই এদিনের পরাজয়কে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াইয়ে তার দল হেরেছে। তবে মোটেই খারাপ খেলেনি দল। প্রথমার্ধে যথেষ্ট ভালো খেলেছে। তিনি বলেছেন, প্রথমার্ধে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে

তিনি অসন্তুষ্ট নন। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘের কিছুটা দাপট ছিল এটা মেনে নিয়েছেন তিনি। তার গোলকি পার অমিত জমাতিয়া যেভাবে গোলটি হজম করেছে তা দেখে তিনি বিস্মিত। তাকে কোন দোষ দেননি। তবে বলেছেন, এই ধরনের গোল বিশেষ দেখা যায় না। রেফারিং নিয়েও নিজের অসন্তোষ গোপন করেননি ফরোয়ার্ড কোচ। ম্যাচের পর ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিদেশি ফুটবলার ভিদাল সহ দলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও।

রেফারিদের দিকে। যদিও তাকে অন্যরা সরিয়ে নিয়ে যায়। ম্যাচের শেষের দিকে এগিয়ে চল সংঘের সীমান্তে একটি ফ্রি-কিক পায় ফরোয়ার্ড ক্রাব। এগিয়ে চল সংঘের पुरे कृषेवलात निर्षिष्ठ पृत्र ना দাঁড়িয়ে অনেকটা কাছে দাঁড়িয়ে পডে বলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের অভিযোগ।ভিদাল-র ফ্রি-কিক তাই ওই ফুটবলারদের গায়ে লেগে ফেরত চলে আসে। এই বিষয়টাই মানতে পারেননি ফরোয়ার্ড কোচ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ দল জিতলে রেফারিং নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। আর দল পরাস্ত হলেই সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে রেফারির উপর। এটাই আগরতলার ফুটবলের একটা বড় ট্র্যাজেডি। এককথায় যত দোষ নন্দ ঘোষ। আর এই নন্দ ঘোষ-র ভূমিকায় ফুটবলপ্রেমীরা দেখে আসছে

গেলো উল্টো দৃশ্য। এদিন এগিয়ে চল সংঘের মুখোমুখি হয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘ এগিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। ফরোয়ার্ড ক্লাব ম্যাচে সমতায় ফিরে আসার পর ফের রেফারিকে টার্গেট করে তাদের সমর্থক এবং কর্মকর্তারা। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘ আরও একটি গোল করে ম্যাচ জিতে নেয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ফরোয়ার্ড

কেউ নেই। রেফারিরা ভুল অবশ্যই করে। তবে জেনে-বুঝে কেউই ভুল করে না। কোচ, কর্মকর্তারও তো অনেক ভুল করে। এদিন ফরোয়ার্ড ক্লাবের প্রথম একাদশ গঠন নিয়েও তো প্রশ্ন উঠেছে। সেটাও তো এক ধরনের ভূল। তারা ভেবেছিলেন, এভাবে প্রথম একাদশ গঠন করলে ফলাফল



রেফারিকে। নিজের দলের খেলার কোন সমালোচনা নেই। বিপক্ষ দল ভালো খেলে জিতেছে তা নিয়েও কোন উচ্চবাচ্য নেই। শুধুমাত্র তাদের দল হেরেছে এটাই চরম সত্য। আর এর জন্য ম্যাচের পর রেফারি হয়ে উঠবে তাদের লক্ষ্য। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর এগিয়ে চল সংঘের ম্যানেজারের তোপের মুখে পড়েছিল রেফারি। তার অশ্রাব্য গালাগাল গোটা মাঠের পরিবেশকে কলষিত করে তলেছিল। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দেখা

ক্লাবের কর্মকর্তারা। গোলকিপার এবং রক্ষণের ভুলে তারা গোলটি হজম করেছে। এটাই হলো আসল সত্যি। কিন্তু ফরোয়ার্ড ক্লাবের কর্মকর্তারা ম্যাচ হেরে যাওয়ার ফলে সেই সব আর মাথায় রাখেনি। রেফারিকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য গালাগাল চলতেই থাকলো। এক কর্মকর্তাকে বলতে শোনা গেলো. 'বেজন্মার বাচ্চা'। নিজের ছেলের বয়সি রেফারিকে তিনি সম্বোধন করলেন এই নামে। অবশ্য আগরতলার ময়দানে এটাই চিরাচরিত দৃশ্য। পরাজয়কে

ভালো হবে। কিন্তু হয়নি। ভুল ভুলই। সূতরাং রেফারিরা ভুল করলে সেটাকে ভুল হিসাবেই মেনে নিতে হবে। দুর্ভাগ্য, এখানকার কর্মকর্তারা অন্য ধাতুতে তৈরি। ম্যাচ হারলে বা খেলা চলাকালীন সময়ে রেফারির সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে গেলেই রেফারি হয়ে উঠে তাদের লক্ষ্যবস্তু। এত গালাগাল হজম করেও রেফারিরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাঠে পড়ে থাকেন। এটাই সবচেয়ে বড পাওনা। রেফারিরা যদি কোনদিন বিদ্রোহ

#### ক্রীড়া দফতরের ঘোষণায় বিভ্রান্তি

## পশ্চিম জেলায় হকি-র কি দুইটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার গৃহীত ক্রীড়া নীতিতে নাকি এই ইভেন্টে একটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা একটিই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া নীতির অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম জেলাভিত্তিক যে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচেছ যে, একই ইভেন্টে দুইটি অ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন) জন্য নির্বাচন করা হবে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল চারটায় 'হকি' ইভেন্টে পশ্চিম জেলার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটায় হকি ইভেন্টে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। ক্রীড়া

দফতরের সরকারি ঘোষণাপত্রের (File no. 8 (6) WDYAS/ DLSA/2021) ক্রমিক নম্বর ছয় এবং ক্রমিক নম্বর সতেরো-তে 'হকি'র জন্য দুইদিন কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। প্রশ্ন এখানেই। তবে কি ক্ৰীড়া নীতিতে এক ইভেন্টে দুইটি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সুযোগ আছে? তা না হলে তো হকি-তে দুইদিন পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণা থাকতো না। এদিকে, ক্রীডা নীতির নাম দিয়ে ক্রীডা দফতর ও ক্রীডা পর্যদের একাংশ রাজ্যে সমান্তরাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা ক্রীড়া সংস্থা গঠনের খেলায় নেমেছেবলে অভিযোগ। বর্তমান সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন ইভেন্টে যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থা কাজ করছে বা ফেডারেশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত তাদের কোন প্রকার মতামত, অনুমতি বা তাদের নিয়ে জেলা স্পোর্ট স

হচ্ছে না। ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এমন অনেক ক্লাব বা ইউনিটকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (প্রাইমারি স্পোর্টস বডি) যারা জীবনে ওই নির্দিষ্ট ইভেন্টে যুক্ত ছিল না। জানা গেছে, রাজ্য ক্রিকেটে আরগরতলার ১৪টি ক্লাব টিসিএ-র অনুমোদনপ্রাপ্ত। এই ১৪টি ক্লাবের বাইরে কোন ক্লাবের ক্রিকেট খেলার কোন অভিজ্ঞতা বা সুযোগ নেই। কিন্তু এমন অনেক ক্লাব নাকি ক্রিকেটের প্রাইমারি স্পোর্টস বডির অনুমোদন পেয়ে গেছে। একই অবস্থা নাকি জেলা কমিটিতে। অভিযোগ, পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অফিসে নাকি টাকার খেলা চলছে। এখানে টাকার বিনিময়ে নাকি খেলাধুলার বাইরের অনেক ক্লাব, ইউনিট প্রাইমারি স্পোর্টস বডির অনুমোদন তুলে নিচ্ছে। একাজে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## হাভয়ায় এবার শাহরুখ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য স্ট্যান্ড বাই হিসেবে দলে সুযোগ পেলেন শাহরুখ খান ও রবি শ্রীনিবাস সাই কিশোর।টি-টোয়েন্টিতে ইতিমধ্যেই সাডা জাগিয়েছেন শাহরুখ খান। তাঁর রাজ্য দলের সতীর্থ রবি শ্রীনিবাস সাই কিশোর বাঁ হাতি স্পিনার। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ওয়েস্ট ইভিজের বিরুদ্ধে সিরিজ। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ চলাকালীন টিম ইভিয়ার কোনও ক্রিকেটার যদি

তাহলে ব্যাক আপে থাকা শাহরুখ ও সাই কিশোর সুযোগ পেতে পারেন। করোনা সংক্রমণ বেড়েছে দেশে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় করোনার ছায়া পডেছে। সেই করোনা আবহেই বল গড়াবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের। তিনটি ওয়ানডে-র পর হবে টি টোয়েন্টি। তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচই হওয়ার কথা কলকাতায়। এদিকে শাহর খ ইতিমধ্যেই নজর কেডে নিয়েছেন। তাঁর প্রশংসা করেছেন অনেকেই। ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে আগেই জানিয়েছেন আইপিএলের আসন্ন নিলামে ভাল দাম পাবেন শাহরুখ।

ভোগলের মতে শাহরুখ অনেকটা ইউসুফ পাঠানোর মতোই।বড় শট খেলতে পারেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টের ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে শেষ বলে ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়েছিলেন শাহরুখ। আইপিএলে পাঞ্জাবের হয়ে খেলে নজর কাড়েন শাহরুখ। দ্রুত রান তুলতে দক্ষ তিনি।শাহর ংখর বন্ধু সাই কিশোর আবার ঘরোয়া ক্রিকেটেও বেশ পরিচিত মুখ। গত বছর শ্রীলঙ্কা সফরে নেট বোলার হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন সাই কি*শো*র। জাতীয় দলের কোচ রাহুল

দ্রাবিডেরও পছন্দের খেলোয়াড সাই কিশোর। এই দুই তরুণ ক্রিকেটার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে জাতীয় দলে ডাক পেলেন।



বিদায় আইনিভাবেই নিশ্চিত হবে। করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন, স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

## ''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur © 9436940366

# গৌর চন্দ্র সাহার স্মরণে সামাজিক কর্মসূচি

প্রেস রিলিজ, উদয়পুর, ৩০ জানুয়ারি।। শ্যামসুন্দর কোং জুযেলার্স'এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র সাহা'র ৩০তম প্রয়াণবার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করা হল সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ৩০ শে জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান ছিলো পুরোটাই এই প্রাণপুরুষের ভাবাদর্শ ও অনুসরণীয় পথকে স্মরণ করে এবং এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ত্রিপুরার ঐতিহ্যশালী এই জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প, আদর্শ আদিবাসী থাম স্বর্ণথামঃ ওয়ারেংবাড়িতে। এদিনের কর্মসূচিতে ছিল- এই গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য শিবির যেখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষধ পত্র প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক মাসের খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন, কম্বল বিতরণ, "কোভিড" সুরক্ষা সামগ্রী এবং মিষ্টান্ন ও সুস্বাদু দ্রব্য

আমজাদনগরের

ঘটনায় অভিযুক্ত

১৯, গ্রেফতার ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

রাজনৈতিক সংঘর্যের ঘটনায়

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

ধৃতের নাম তাজুল ইসলাম।

আদালতে পেশ করা হয়।

জেলহাজতের নির্দেশ দেয়। ১৯

জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির

২৮৬/৩০৭/৩২৬/৩৪১/৩৪

ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার

নম্বর ৯/২২। উল্লেখ্য, শনিবার

রাতে বিলোনিয়ার আমজাদনগরে

সিপিআইএম এবং বিজেপি

কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

ঘটেছিল। যার ফলে গুরুতরভাবে

আহত হন ৫ জন। তাদেরকে দা

দিয়ে কোপানো হয়েছিল বলে

পুলিশের কাছে অভিযোগ

জানানো হয়েছিল। সেই

মোতাবেক পুলিশ ১৯ জনের

বিরুদ্ধ মামলা দায়ের করে।

বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার

ফেব্রুয়ারি



নৃত্যানুষ্ঠান হিসেবে সমাজের উন্নতির জন্য হিসেবে তুলে ধরার প্রকল্পটি হাতে সারাদিনব্যাপী এই কার্যক্রমের সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সমাজের নিয়ে ছিলাম এই ভেবে, যে এই

জীবনযাপন ও জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হব", বললেন গৌর চন্দ্র সাহার জামাতা ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর শ্রী রূপক সাহা। তিনি আরও বলেন ''আজ আমরা অত্যস্ত আনন্দিত এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ত্রিপুরা সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম'কে তাদের সাহায্যের হাত এই প্রকল্পে বাড়িয়ে দেবার জন্য। এছাড়াও এর সাথে যুক্ত সমস্ত ডাক্তার, সেবাকর্মী, অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। সকলের মিলিত প্রয়াসে আজ এই গ্রামের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনের সুযোগ সুবিধা ও উন্নতি লক্ষণীয়। বাচ্ছারা স্কুলে যাচেছ, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরের কলেজে গিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায় গাঁজা-সহ

গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** গাঁজার

বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেলো

সিধাই থানার পুলিশ। ২০১ কিলো

গাঁজা-সহ একজনকে গ্রেফতার

করা হয়েছে। তার নাম কর্ণজিৎ

সরকার (২৭)। এদিন এসডিপিও

কমল মজুমদারের নেতৃত্বে

মোহনপুর এলাকায় একটি

পরিত্যক্ত ঘরে তল্লাশি চালানো

হয়। তল্লাশিতেই গাঁজা-সহ

কর্ণজিৎকে পেয়ে যায় পুলিশ। এই

ঘটনায় একটি মামলা নেওয়া

হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ

জানতে পেরেছে, এই গাঁজা

বামুটিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে

পাঠানোর কথা ছিল। এই কারণেই।

গাঁজার প্যাকেটগুলি রাখা

হয়েছিল। এই গাঁজার চাষও

মোহনপুর মহকুমাতেই হয়েছে।

এতদিন পুলিশ গাঁজার বাগানে

অভিযান করেনি। অভিযোগ

রয়েছে. সিধাই থানাকে টাকা

দিয়েই গাঁজার বাগান করা

হয়েছিল। এই ঘটনার পর গাঁজা পাচারকারীরা থানার সঙ্গে আবারও

যোগাযোগ শুরু করেছে বলে

জানা গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার

চক্তি হচ্ছে বলেও গুঞ্জন রটেছে।

গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের সামগ্রিক

#### ধরেন। কানু দেবনাথ বাইক থেকে চালের বস্তা রাস্তায় নামিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় রেশন ডিলার জগদীশ দাসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো তিনি এ বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই দাবি উঠছে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত হোক। যদি রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক খাদ্য দফতর। জমি দখল খোকনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়ে পড়েন পাড়ায়। তাদের বক্তব্য, **আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** জোর খোকন মিয়া পিস্তল নিয়ে আসে করে এক বিধবা মহিলার জমি সবাইকে ভয় দেখাতে। যে কারণে তার বিরুদ্ধে কোনওদিন কেউ কথা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে আমতলি বলতে পারে না। এই দফায় বিধবা মহিলার জমি জোর করে দখল থানার শচীন্দ্রলাল চারিপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত খোকন মিয়া নিয়েছে। জমির মাটি কেঁটে এখন পিলার বসিয়ে দিচ্ছে। এলাকায় ওরফে শাহজাহানকে আগেও পুলিশ এক দফায় হত্যার চেষ্টার মহিলা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জামিনে ছাড়া পেয়ে এলাকারই গোটা এলাকার মহিলারাই তার জন্য সুরক্ষিত নন। এই ঘটনায় ফাতেমা বেগমের স্বর্ণালঙ্কার-সহ জমি হাতিয়ে নিয়েছে। উল্টো আমরা আমতলি থানায় অভিযোগ তাকে দিয়েই মিথ্যে মামলায় জানিয়েছি। থানার বড়বাবু কথা জড়িয়ে দেয় ইমরান এবং এরপর দুইয়ের পাতায় কাসেমকে। এবার এলাকার এক বিক্ৰয় বিধবা মহিলার জমি জোর করে হাতিয়ে নিয়েছে। রবিবার সকালে 27 শে নভেম্বর 2020 -এর

বাঁকাপথে চাল বিক্রি

#### বাড়ি কিনতে চাই

এই জমিতে ড্রজার নামিয়ে মাটিও

কাটা হয়। এই মহিলার বাড়ির

শৌচাগার পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়।

এই ঘটনা ঘিরেই উত্তেজিত হয়ে

পডেন এলাকাবাসীরা। তারা জডো

জয়নগর, পিয়ারীবাবুর বাগান অঞ্চলে তৈরী বাড়ি কিনতে ইচ্ছুক। **যোগাযোগ** —

9856678710 7641930574

## ञ्चल रेटिया अत्रन छालिक्ष

Free त्रवा 3 घ°টाয় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গডাধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

घात वास A to Z सद्यस्त्रात सद्योधीन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



## AND RUBBER FARMERS

Other Activities: Business development guidance, project re-

port for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc. For details

MAA ENTERPRISE

Kumarghat, Unokoti, Tripura (M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

#### বশেষ দ্রপ্তব্য

#### গাড়ির ধাক্কায় সজারু'র মৃত্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চডিলাম, ৩০ জানুয়ারি।।** গাডির ধাৰায় মৃত্যু হয়েছে একটি বন্যপ্রাণীর। ঘটনা সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটক থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। দামালকুচি এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। গায়ে পরবতী সময় বন দফতরের কর্মীদের খবর দেন। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেননি। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে সজারুটি রাস্তাতেই পড়ে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় সজারুটি জীবিত ছিল। পরবতী সময় সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকের দায়িত্বে থাকা বনকর্মী সোহেল মিয়া খাদিম এসে সজারুটিকে নিয়ে যান। তবে তিনি ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদমাধ্যমের কাছে কিছুই বলতে চাননি। ধারণা করা হচেছ অভয়ারণ্য থেকে সজারুটি রাস্তায় চলে এসেছিল।

#### আদলা বিক্রয়

8413987741 9051811933

বিল্ডিং ক্রয় করে তেঙে নিয়ে

# পথ চলতি মান্য ওই সজারুটিকে প্রচুর কাটা সম্বলিত ওই সজারুকে দেখতে অনেক কৌতৃহলী মানুষ সেখান ভীড় জমায়। স্থানীয়রা

এখানে পুরাতন আদলা ইট চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ টিন বিক্রয় হয়।

'শিবশক্তি কেরিং সেন্টার'

|বিঃদঃ এখানে পুরাতন যাওয়া হয়।

#### **VISION** CONSULTANCY Admission Point BBS/BDS/BAMS **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY**

ক্রয় করা BS VI মডেলের

Tata Ace Cover Van

Show Room Condi-

tion (10,900 Km) -এ

বিক্রয় হইবে। পুরানো দরজা,

জানালা, কাঠ, গ্রীল বিক্রয়

Mob - 8787503823

Call Us : 9560462263 / 9436470381

#### ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাণ দমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে



যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা। ঘদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন

কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

প্রদান করা হয়। এছাড়া গ্রামের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল বইপত্র ও খেলার সামগ্রী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন ও এখানকার কিশোর কি শোরীদের

মিলিয়ে এ এক উপযুক্ত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন। গৌর চন্দ্র সাহা, যিনি, তার জীবদ্দশায় একজন অত্যন্ত দায়িত্ববান এবং সচেতন নাগরিক

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলো। সব পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণের জন্য এই ধরনের অনেক প্রকল্প শুরু করেছিলেন। "তেরো বছর আগে আমরা ওয়ারেংবাডিকে আদর্শ আদিবাসী গ্রাম স্বর্ণগ্রাম

# সিপিআইএম অফিস পুনঃনির্মাণ



নির্মাণের কাজ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই অফিসটি নিয়মিত খোলা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।রাজ্যে ক্ষমতার

পালাবদলের পর রাজ্যের শতশত পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছিল দুষ্কৃতিরা। কোথাও কোথাও পার্টি অফিস কোনভাবেই পিছিয়ে আসবেন না। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যায়নি, তা এদিনের ঘটনায়

এরপর দুইয়ের পাতায়

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৩০ জানুয়ারি।।** বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে

ভস্মীভূত হয়ে গেল এক মহিলার বসতঘর। ঘটনা কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত

নির্ভয়পুর পঞ্চায়েত এলাকার সীমান্ত পাড়া বদরপুর গ্রামে। স্বামীহারা ওই

মহিলার নাম নুরজাহান বেগম। এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি

হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মহিলা জানিয়েছেন তার কোন জিনিসপত্র

রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগুনে পুড়ে ছাই

হয়েছিল। তারপরও অফিস বন্ধ রাখতে চাইছেন না সিপিআইএম নেতৃত্ব। রাজ্যের অন্য প্রান্তেও বন্ধ হয়ে থাকা সিপিআইএম অফিসগুলি ধীরে ধীরে খোলা হচ্ছে। আবারও স্পষ্ট হয়েছে।

#### ১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৩৫০ ভরি ঃ ৫৬.৪০৮

নাম পরিবর্তন

সোনার বাজার দর

(হলফনামা) আমি রাজু দেবনাথ, পিতা ননী গোপাল দেবনাথ ঠিকানা- টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ) গত ১৮/১২/২০২১ ইং নোটারি

I, Raju Debnath, S/o-Shri Nani Gopal Debnath, Resident of Town Pratapgarh, Agartala, Tripura (W) have changed my name to Rajeeb Debnath vide Affida-

### GRAMMAR &

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos

Mob - 9863451923 8837086099

মূলে রাজীব দেবনাথ নামে পরিচিত হইলাম।

#### **Affidavit**

vit dated 18-12-2021 for all future purposes.

## **SPOKEN**

প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

#### করতে পুলিশ এখন ক'দিন সময় নেয় সেটাই দেখার। একটি মামলাও গ্রহণ করেছে

হয়ে যায়। শনিবার দুপুরে হঠাৎ করে।

**আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।।** রাজ্য হাসপাতাল এলাকায়। রাতের পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি নেপাল আঁধারে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাসের গাড়ির উপর দুষ্কৃতিদের এডিনগর থানা পুলিশের তরফে হামলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য জানা গেছে। পুলিশ এই মর্মে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছড়িয়ে পড়েছে শহরতলির পুলিশ



পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কবিরাজটিলা পুলিশ হাসপাতালের পাশেই প্রাক্তন আইজিপি নেপাল দাসের বাড়ি। বাড়ির সামনেই নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়িটি প্রতিদিনের মতোই শনিবার রাতেও রেখে গেছেন। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়েছে বল পুলিশের তরফে জানা গেছে। অবশ্য পুলিশের দাবি, তারা ঘটনাটির খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যায়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতারের খবর নেই। এডিনগর থানা পুলিশ প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় এখনও কোনও ক্লু খুঁজে পায়নি।

#### ATTENTION RUBBER TRADERS We help to get Rubber board licence, GST MSME registration for unregistered traders.

For Farmers only Guidance to estate farmers for increasing yield

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



